CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 July, 2024 ■ আগরতলা ২৭ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ১১ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কার্গিল বিজয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

বীর যোদ্ধাদের প্রতি দেশ চিরঋনী ও চির কৃতজ্ঞ

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ।। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ লাদাখে ২৫ তম কার্গিল বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে যুদ্ধে জীবন উৎসর্গীকৃত বীর সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহে অংশগ্রহণ করেন। কার্গিল যুদ্ধ নিয়ে এনসিও-দের গৌরব গাঁথা শোনেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি স্মৃতিস্থল: অমর সংস্মরণ পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি বীর ভূমিতেও যান।

প্রধানমন্ত্রী আজ ভার্চুয়াল মাধ্যমে লাদাখে সিংকুন লা টানেল প্রকল্প নির্মাণের কাজের শুভারম্ভ প্রত্যক্ষ করেন। সিংকুন লা টালেন প্রকল্পটি ৪.১ কিলোমিটার লম্বা দ্বৈত টিউব টানেল ১৫,৮০০ ফিট উচ্চতায় নিমু-পাদুম-দারচা সড়কে নির্মিত হবে। এটি সারা বছরের আবহাওয়ার উপযুক্ত লেহযাওয়ার পথ তৈরি করে দেবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কার্গিল বিজয় দিবসে ২৫ তম বার্ষিকী প্রত্যক্ষ করছে লাদাখের গৌরবময় ভূমি। কার্গিল দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় দেশের জন্য আত্মবলিদান চিরস্মরণীয়। তিনি বলেন, মাস, বছর, দশক, শতক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও দেশের সীমান্ত রক্ষায় যাঁরা আত্মবলিদান করেছেন, তাঁরা দেশবাসীর মনের মণিকোঠায় চির অম্লান হয়ে থাকবেন। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিশালী বীর যোদ্ধাদের প্রতি দেশ চির ঋণী ও চির কৃতজ্ঞ থাকবে।

কার্গিল যুদ্ধের দিনগুলিকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেসময় তিনি যোদ্ধাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর স্পষ্ট স্মরণে আছে অত উচ্চতাতেও আমাদের সৈনিকরা কী অপরিসীম বীর বিক্রমে কঠিন যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। "মাতৃভূমি রক্ষায় দেশের যেসব বীর সন্তানরা সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছেন, তাঁদের আমি কুর্নিশ জানাই" বলেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, কার্গিল যুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধ জয়লাভই নয়, তার মধ্যে দিয়ে আমরা সত্য, সংযম এবং শক্তির এক অবিশ্বাস্য উদাহরণ তুলে ধরেছি। ভারত যখন শান্তি রক্ষায় সর্বতো প্রয়াস চালাচ্ছে, সেইসময় পাকিস্তানের প্রবঞ্চনার প্রতি আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সত্য দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মিথ্যাচার এবং সন্ত্রাস তাদের নতজানু করেছে। সন্ত্রাসকে ধিক্কার জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে শ্রদ্ধাঞ্জলি

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ।। *কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে সংসদের উভয় কক্ষে বীর সেনানিদের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ২৬ জুলাই পাক সেনাকে পরাজিত করে কার্গিলে ইতিহাস তৈরি করেছিল ভারতীয় সেনা। শুক্রবার সেই কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫ বছর পুর্তি। সেই দিনটিকে স্মরণ করে শুক্রবার গোটা দেশে পালিত হয়েছে ঐতিহাসিক কার্গিল বিজয় দিবস।*

লোকসভায় বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে। এদিন লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ও লোকসভার সাংসদরা বীর জওয়ানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

রাজ্যসভাতেও বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় বলেন, দেশে কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫ বছর উদযাপন হচ্ছে। তিনি বলেন, বাহিনীর দৃঢ় সংকল্প এবং দেশের প্রতি প্রতিশ্রুতিকে কুর্নিশ জানায় এই সভা। অদম্য সাহসিকতার দ্বারা প্রতিকূল আবহাওয়া এবং কার্গিলের প্রতিকূল ভূমিতেও শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল ভারতীয় সেনা।

বাজেটের বিরোধীতায় রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। জনকল্যাণ বিরোধী বাজেট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার ভাণ্ডার ভয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারের জন্য পৃথক ভাবে অর্থ বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। আজ কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতা করে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠন।এদিন মিছিলটি কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সিটি সেন্টার গিয়ে শেষ হয়েছে। এদিন বাজেটের প্রতিলিপি পুড়ালেন কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারে বাজেট জনকল্যান বিরোধী। ছাত্র যুব,বেকার বিরোধী বাজেট পেশ করেছে। পাশাপাশি, নারী,কৃষক, শ্রমিক বিরোধী বাজেট। এই বাজেট বিজেপি সরকারের গদি বাঁচানোর সাধারণ বাজেট। তাঁর দাবি, সরকার ভাণ্ডার ভয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারের জন্য পৃথক ভাবে অর্থ বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। অন্যান্য রাজ্যগুলিকে পৃথক অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।

প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বানী ঘোষ চক্রবর্তী বলেন, মহিলাদের স্বশক্তিকরনের বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ নেই। মহিলাদের সুরক্ষার বিষয় নিয়েও কোন কথা বলা হয় নি।

শিক্ষক ছেলের হাতে মার খেয়েও পালিয়ে রেহাই পেলেন না মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৬ জুলাই।। কীর্তিমান শিক্ষক ছেলের হাতে মার খেয়ে বাড়ি ছেড়েও রেহাই পাচ্ছেন না মা সবিতা দাস। মাসির বাড়িতে সশস্ত্র হামলার পরে লুটপাট শিক্ষক দেবব্রতের, আহত করল মাসির বাড়ির চারজনকে। ঘটনায় পুলিশের নির্বিকার ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিজনরা।

খোয়াই সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবব্রত দাস। উনার বাড়ি কমলপুর মহকুমার সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের ছোট সুরমায়। ওই শিক্ষকের বাবার নাম সুভাষ দাস। তারা তিন ভাই। দেবব্রত, প্রসেনজিৎ এবং সুব্রত। প্রতিবেশী তথা আত্মীয়পরিজনদের অভিযোগ মারাত্মক। সুভাষ বাবু উনার শিক্ষক ছেলে দেবব্রত দাসের বাড়িতে থাকেন। বাকি দুই ছেলে কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন।

অভিযোগ সুভাষ বাবু উনার স্ত্রীকে মারধর করেন। বাবার সঙ্গে মাকে যেনতেন কারনে গুণধর শিক্ষক ছেলে সুব্রত প্রতিনিয়ত মারধর করেন। প্রত্যেকদিন ছোট খাটো , ছোট ছোট ঘটনায় মার খান স্বামীর হাতে ও ছেলের হাতে সবিতা দাস।

এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহিলা আশ্রয় নেন দুই মাস পূর্বে দাঁড়াং এলাকায় বাপের বাড়িতে। সেখানেও চড়াও হয় উনার স্বামী ও শিক্ষক ছেলে। নিজবাড়িতে প্রতিদিন আক্রান্ত ওই মহিলা সবিতা দাস জানান, গতকাল রাত্রিতে শিক্ষক ছেলে দলবল নিয়ে চড়াও হয় তার মাসির বাড়িতে। তার মা সেখানে আছেন এই ভেবে সে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে মেসোমশাই সজল দেবের বাড়িতে।

রাত্র আটটা নাগাদ ওই বাড়িতে ভারী ধারালো অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঘরের তিনটি দরজা ভেঙে ঢুকে মেসো মশাই , মাসি , মাসতুতো ভাই এবং মাসতুতো বোনকে লাঠিসোটা দিয়ে মারাত্মক ভাবে আহত করে। লাঠির আঘাতে মাথা ফেটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য বিজেপির নতুন প্রভারী ডা. রাজদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির প্রভারি হিসেবে ডঃ রাজদীপ রায়কে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রদেশ বিজেপির নেতৃবৃন্দরা নবনিযুক্ত প্রভারিকে সমাজ মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েছেন।

ত্রিপুরায় প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি আরও বৃদ্ধি করার উপর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব করেছেন। বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশের প্রমাণ হিসেবে ডঃ রাজদীপ রায়কে নিযুক্ত করা হয়েছে। ত্রিপুরায় সাংগঠনিক শক্তি আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগ পুনরায় চালুর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে ২০২০ সালে চালু হওয়া প্রবীণদের জন্য মেডিসিন বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে একদিকে যেমন রোগীরা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, অন্যদিকে প্রায় ২৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী কর্মচ্যুত হয়েছেন।

জিবি হাসপাতালে চার বছর আগে উদ্বোধন হয়েছিল প্রবীনদের মেডিসিন বিভাগ। আঞ্চলিক জেরিয়াট্রিক সেন্টার হিসেবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরকে দূষণমুক্ত রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিগম ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। আগরতলা পুরনিগমের উদ্যোগে শহরকে সুন্দর ও স্বচ্ছ রাখার উদ্দেশ্যে শুক্রবার ৬০টি বর্জ্যব্যবস্থাপক ও সংগ্রাহক গাড়ির যাত্রার সূচনা হয়। পুরনিগমের বড়জলা ওয়ার্কশপ থেকে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার পতাকা নেড়ে এই গাড়িগুলির যাত্রার সূচনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, কমিশনার ডা. শৈলেশ যাদব সহ পুরনিগমের অন্যান্য কাউন্সিলারগণ।

গাড়িগুলির যাত্রার সূচনা করে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, শহরকে বর্জ্য ও দূষণমুক্ত রাখাই আগরতলা পুরনিগমের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থে যেসকল প্রকল্প গ্রহণ করছেন তা আপামর জনসাধারণের জীবনশৈলীর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে মেয়র আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংক এর অর্থায়নে আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে প্রতিটি ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬০০ টাকা মূল্যে চার চাকা বিশিষ্ট ৫১টি ইভি হপার ট্রিপার এবং ১৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ১০০ টাকা মূল্যে ৮টি ট্রিপার ট্রাক ক্রয় করা হয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ৯০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক ভাতা থেকে বঞ্চিত গিরিবাসীদের একাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৬ জুলাই।। সরকারিভাবে সামাজিক ভাতা চালু থাকলেও জুমিয়া পরিবারের অনেকেই বৃদ্ধ বয়সেও সামাজিক ভাতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাতে চরম দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধ বয়স ও জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছেন পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী বহু পরিবার। বার্ধক্য ভাতার আর্জি জানিয়ে সরকারের কাছে আবেদন রাখলেন জুমিয়া পরিবার।

মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন আঠারোমুড়া এডিসি ভিলেজের অন্তর্ভুক্ত ৪৭ মেইল এলাকার বাসিন্দারা বেশিরভাগই মূলত জুম চাষের উপর নির্ভর করে চলে। এর পাশাপাশি সরকারি ভাবে আর্থিক সহযোগিতা পেলে পরিবার প্রতিপালনে সুবিধা হয়। স্বভাবতই সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতার আশায় থাকেন উনারা। বয়স ৬৫ পেরিয়ে ৭০ হতে চলেছে পরিবারে চার জন সদস্য, এর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০ আগস্ট হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। আগামী ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনজীবীদের মধ্যে ইতিমধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বর্তমান সভাপতি আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন এবারের নির্বাচনে এমন একটি কমিটি গঠন করা হোক যারা আইনজীবীদের স্বার্থ সুরক্ষায় সবসময় কাজ করে যান। অবশ্য এবারের নির্বাচনে পুরুষোত্তম রায় বর্মন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না বলে জানিয়েছেন।

নেশা বানিজ্যে অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ জুলাই।। নেশা পাচার বাণিজ্যে যুক্ত থাকায় অবশেষে গ্রেপ্তার ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল সন্তোষ শীল। সর্ষের মধ্যেই ভূত। রাজ্য পুলিশের দামছড়ায় কর্মরত থানার কনস্টেবল সন্তোষ শীলের বিরুদ্ধে নেশা পাচার বাণিজ্যের যুক্ত থাকার গুরুতর অভিযোগ উঠে।

রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল হয়ে দিনের পর দিন নেশাজাতীয় দ্রব্য পারাপার করে আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিভাবে সম্পদ তৈরি করেছে। কয়েকদিন পূর্বে ধর্মনগরের নয়াপাড়া এলাকায় গীতা ভবনের নিকটবর্তী এলাকা থেকে যে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ একজনকে একটি পালসার বাইক এবং একটি থার গাড়ি আটক করা হয়েছিল। সেই গাড়ির তল্লাশিতে এই কনস্টেবলের নাম উঠে আসে। নেশা কারবারের সাথে যুক্ত থাকার ঘটনায় সন্তোষ শীলকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তীর নির্দেশে কনস্টেবল সন্তোষ শীলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে আহত স্কুল পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ জুলাই।। কড়ুইমুড়া বাজারে শুক্রবার বিকেলে মারুতি গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত স্কুল পড়ুয়া সহ এক যুবক। বর্তমানে আহতের চিকিৎসা চলছে বিশালগড় হাসপাতালে।

কড়ুইমুড়া বাজারে শুক্রবার বিকেলে মারুতি গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন স্কুল পড়ুয়া সহ এক যুবক। জানা গেছে বাজার সংলগ্ন এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে একটি মারুতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাননি মুখ্যমন্ত্রী

ক্ষোভ প্রকাশ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। গন্ডাছড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী না যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকার মানুষ।

প্রসঙ্গত, গত ১২ জুলাই একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গন্ডাছড়া মহকুমা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এদিন সন্ধ্যারাতে একদল দুষ্কৃতিকারী বাঙালি সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, দোকানপাট দেখে দেখে লুট পাট, অগ্নিসংযোগ ঘটায়। তাতে করে হরিপুর, ত্রিশ কার্ড, দুর্গাপুর গ্রামের মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে তারা গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শরনার্থী ক্যাম্পে রয়েছে। তাছাড়া নারায়ণপুর বাজার এবং পিচলিঘাট বাজারের অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা ব্যাপক মাত্রায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয় এবং রাজ্য সরকার থেকে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়, তা শীঘ্রই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিলিবন্টন করা হবে। এ পর্যন্ত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিকঠাক থাকলেও সন্ত্রাস কবলিত এলাকার বাকি পরিবারগুলো কি হালচালে আছে তা দেখার জন্য কেউ নেই। বলা হচ্ছে সন্ত্রাস কবলিত ৩০ কার্ড গ্রামের কথা। গ্রামবাসীরা জানান, গত ১২ জুলাই সন্ধ্যা রাতের ঘটনা মনে পড়লে আজও তাদের শরীর শিউরে উঠে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে বৃহন্নলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে মানবিকতার এক নিদর্শন রাখল তৃতীয় লিঙ্গের জনগণেরা। জীবন সংগ্রামের মধ্যেও সামাজিক দায়বদ্ধতা তাঁদেরও রয়েছে, তাঁরাও এই ভারতেরই নাগরিক তা যেন এই সমাজকে আরো একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

গন্ডাছড়ার ঘটনায় সর্বহারা হয়ে অস্থায়ী শিবিরগুলিতে দিন অতিবাহিত করছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। হারিয়েছেন সবকিছু। এবার এই ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে দাঁড়ালেন তৃতীয় লিঙ্গের জনগণ। সমাজের অনেকেই যাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। বাসে ট্রেনে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবার তাঁরাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল গন্ডাছড়ায় ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের

দিকে। সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকেরা তাঁদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য গত ১২ জুলাই গন্ডাছড়ায় ঘটে গেছে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। দুষ্কৃতীদের তান্ডব এবং তান্ডব এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহু মানুষ। নিজেদের বাড়ি ঘর সর্বস্ব হারিয়ে এখন শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন তারা। শুক্রবার তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকেরা কয়েকজন মিলে তাদের নিজের জমানো টাকা থেকে মহিলা এবং শিশুদের জন্য জামা কাপড় কিনে তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

বৃহন্নলাদের মধ্যে থেকে একজন বলেন উঠেন, 'তোমরা যে টাকা দাও সেই টাকা থেকেই তোমাদেরকে সাহায্য করলাম, ভগবান সবকিছু ঠিক করে দেবে ভরসা রেখো'। তাদের এই সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। বৃহন্নলারা প্রতিনিয়ত সামাজিকভাবে অবহেলিত হন।

বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের চরম বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়। যদিও ধীরে ধীরে তাঁরা এখন সমাজের মূল স্রোতে মিশে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তবুও সংগ্রাম অব্যাহত। নিজেদের এই সংগ্রামের মধ্যেও সাধারণ মানুষের পাশে থেকে যে সামাজিক দায়বদ্ধতার নিদর্শন তাঁরা রাখলেন তা বর্তমান সমাজে সত্যি প্রশংসনীয়।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৭০ ■ সংখ্যা ২৮৪ ■ ২৭ জুলাই ২০২৪ইং ■ ১১ শ্রাবণ ■ শনিবার ■ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বিজয় দিবসে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি

২৫ বছর আগে কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাস্ত করিয়াছিল ভারত। শুক্রবার লাদাখে 'বিজয় দিবসে'র অনুষ্ঠান থেকে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী। জানাইয়া দিলেন, দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করিতে পিছপা হইবে না ভারত। এই বিষয়ে সেনাকে প্রস্তুত থাকিবার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

১৯৯৯ সালে পাকিস্তান পিছন থেকে ছুরি মারিয়াছিল। ভারতের উপর যুদ্ধ চালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন আমি কুর্নিশ জানাই দেশের সেই বীর সন্তান জওয়ানদের যাঁহারা দেশের জন্য বলিদান দিয়াছিলেন। নিয়ন্ত্রণরেখায় বরাবর বেআইনি অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না ভারত। দেশের সম্মান এবং মর্যাদা বজায় রাখায় দরকার হইলে নিয়ন্ত্রণরেখা ডিঙাইয়া উপযুক্ত জবাব দেওয়া হইবে। ১৯৯৯ সালের ১৩ মে থেকে ২৬ জুলাই, অর্থাৎ দু'মাসেরও বেশি সময় ধরিয়া চলে কার্গিল যুদ্ধ। পাকিস্তানের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুদ্ধে আহতদের ৪০০ জন সেনা নিহত হন। আহতের সংখ্যা ৬৬৫। ৮ জন সেনা যুদ্ধবন্দি হন। অপরপক্ষে ভারতের ৫২৭ জন সেনা শহিদ হইয়াছিলেন। আহত হইয়াছিলেন ১,৩৬৩ জন। অথচ ওই বছরের শুরুতেই বহুদিন পরে ভারত-পাক সম্পর্ক ভিন্ন মাত্রা পাইয়াছিল। দিল্লি থেকে লাহোর পর্যন্ত 'সদা-এ-সরহদ' বাস পরিষেবা চালু হইয়াছিল। ওয়াঘা-আট্টারি সীমান্ত দিয়াও চলাচল করিত সেই বাস। এমনকী কার্গিল যুদ্ধের সময়েও চালু ছিল বাস পরিষেবা। ওই বাসে চাপিয়া লাহোর গিয়াছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। উদ্দেশ্য ছিল দুই দেশের মধ্যে শান্তিস্থাপন। সেই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নওয়াজ শরিফ। যদিও তৎকালীন উচ্চাকাঙ্খী পাক সেনপ্রধান ভেস্তে দেন যাবতীয় শান্তি প্রক্রিয়া।

সন্ত্রাসে মদত দিলে কাউকেই ভারত ছাড়িবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দিতে ভারত প্রস্তুত রহিয়াছে। ভারতীয় সেনা বাহিনী ভারত ভূমিকে রক্ষা করিতে জীবন উৎসর্গ করিতে সব সময় প্রস্তুত। কারগিল বিজয় দিবসে সেনাদের মনোবল বৃদ্ধি করিবার পাশাপাশি এদিন পাকিস্তানকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন কারগিলে শহীদ জওয়ানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শোকাহত হৃদয়ে

কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫ বছর পূর্তির দিনই পাকিস্তানকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁহার বার্তা, সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকদের জানাইয়া দিতে চাই, ওদের জঘন্য ষড়যন্ত্র কোনওদিন সফল হইবে না। সন্ত্রাসবাদীদের গুঁড়াইয়া দিবে আমাদের সেনা। যোগ্য জবাব দিবে শত্রুদের। উল্লেখ্য, কার্গিলে শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাইতে দ্রাসে ওয়্যার মেমোরিয়ালে যান প্রধানমন্ত্রী।

বিজয় দিবসের ২৫ বছর পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গিয়াছেন কার্গিলের দ্রাসে। সেখানে সেনা জওয়ানদের সাক্ষী রাখিয়াই প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, আজ থেকে ২৫ বছর আগে ভারত কেবল যুদ্ধে জিতেনি। পাশাপাশি সত্য, প্রতিরোধ এবং শক্তির অসাধারণ উদাহরণ রাখিয়াছিল। লাদাখের এই পবিত্র ভূমি আজ কার্গিল বিজয়ের ২৫ বছর উদযাপন করিয়াছে। দেশের জন্য যাঁহারা আত্মবলিদান দিয়াছেন, আজকের দিনটা আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে তাঁহারা দেশের ইতিহাসে অমর। নিজের বক্তৃতাতেই সরাসরি পাকিস্তানকে আক্রমণ করে মোদি বলেন, নাশকতা ছড়াইয়া এখনও ছায়াযুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে তাহারা। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি পাকিস্তান। প্রতিবেশী দেশকে হুঁশিয়ারি দিয়া মোদির কড়া বার্তা, "আজ আমি এমন একটা জায়গা থেকে কথা বলিতেছি, যেখান থেকে সন্ত্রাসের প্রভুরা সরাসরি আমার কথা শুনিতে পাইবে। নাশকতার পৃষ্ঠপোষকদের স্পষ্ট জানাইয়া দিতে চাই, তোমাদের ষড়যন্ত্র কোনওদিন সফল হইবে না। উলটে আমাদের সেনা সমস্ত জঙ্গিদের গুঁড়াইয়া দিয়া শত্রুর মুখে যোগ্য জবাব দিবে। গত দেড় মাসের মধ্যে একাধিকবার কাশ্মীরে সেনাকে লক্ষ্য করিয়া হামলা চালাইয়াছে জঙ্গিরা। তাহাতে শহিদ হইয়াছেন ভারতীয় জওয়ানরা। সীমান্তে অনুপ্রবেশ করিয়া পাকিস্তান থেকে ভারতে ঢুকিয়া ওই জঙ্গিরা হামলা চালাইতেছে। এমনকি, পাক সেনার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিতেছি বলিয়াও খবর। কাশ্মীরে সেনার নিরাপত্তা নিয়া কেন্দ্রের 'উদাসীনতা' নিয়া তোপ দাগগিয়াছে বিরোধীরাও। এহেন পরিস্থিতিতেই কার্গিলে দাঁড়াইয়া পাকিস্তানকে সরাসরি তোপ দাগিলেন মোদি। সন্ত্রাস ইসতে পাকিস্তান সংযত না হইলে ভারত যে এরযোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত। এদিন তিনি তাহা আবারও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

কার্গিল বিজয় দিবসে লোকসভায় বীর জওয়ানদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): ১৯৯৯ সালের আজকের দিনেই (২৬ জুলাই) পাক সেনাকে পরাজিত করে কার্গিলে ইতিহাস তৈরি করেছিল ভারতীয় সেনা। শুক্রবার সেই কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫ বছর পূর্তি। সেই দিনটিকে স্মরণ করে শুক্রবার গোটা দেশে পালিত হচ্ছে ঐতিহাসিক কার্গিল বিজয় দিবস। লোকসভাতেও বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হলো। এদিন লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ও লোকসভার সাংসদরা বীর জওয়ানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, কার্গিল যুদ্ধে শহিদ সেনাদের শ্রদ্ধা জানাতে দ্রাসে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালেই লাদাখের দ্রাসে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে পৌঁছনোর পর কার্গিল যুদ্ধে শহীদ বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। বীর যোদ্ধাদের সাহসিকতার প্রতি কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-ও।

কৃষ্ণা নদীতে তলিয়ে গেল দুই যুবক, বাঁচাল উদ্ধারকারী দল

সাংলি, ২৬ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলায় শুক্রবার বড়সড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেন দুই যুবক। এদিন সকালে কৃষ্ণা নদীতে ভেসে যেতে দেখা যায় দুই যুবককে। জলের তোড়ে তাঁরা হাবুডুবু খেতে থাকেন। প্রবল স্রোতের কারণে দুই যুবককে কৃষ্ণা নদীতে ভেসে যেতে দেখেই তাঁদের উদ্ধার করতে নেমে পড়ে লাইফগার্ড এবং উদ্ধারকারী দল। অবশেষে সফলভাবে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তবে কীভাবে তাঁরা নদীতে গেলেন, কীভাবেই বা তাঁদের স্রোতে ভেসে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলো, সেই সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিপত্তি, কবি সুভাষ স্টেশনে মেট্রো চলাচলে বিঘ্নকলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.) : যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বেশ কিছুক্ষণ কবি সুভাষ স্টেশন থেকে বন্ধ থাকল মেট্রো চলাচল। মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কবি সুভাষ থেকে রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনের মধ্যে তৃতীয় লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগে সমস্যার জেরে বন্ধ রাখা হয় মেট্রো চলাচল। দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান পর্যন্ত চালানো হচ্ছিল মেট্রো। মেরামতির কাজ শুরুর বেশ কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দুপুর ১টা ১৮ নাগাদ ফের চাকা গড়ায় মেট্রোর। তবে, বেশি সময় মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকায় বহু যাত্রীর গন্তব্যে পৌঁছোতে দেরি হয়েছে। অফিস টাইম না হওয়ায় ভিড় অবশ্য ততটা ছিল না সেই সময়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাইজেনবার্গের সাক্ষাৎ

অমিতাভ চক্রবর্তী

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাস। পঞ্চম সলভে কনফারেন্সের পর ঠিক দুই বছর পেরিয়ে গেছে। ছয় দিনের সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনের পর থেকেই পদার্থবিজ্ঞানের জগতে একটু একটু করে মান্যতা পেতে শুরু করেছে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা। ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ, আরউইন শ্রোডিঙ্গার, পল ডিরাক, পাস্কেল জর্ডান প্রমুখ তরুণ পদার্থবিদের হাত ধরেই এই নতুন তত্ত্বের ক্রমবিকাশ। নিলস বোর ও ম্যাক্স বর্নের মতো প্রবীণ বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা নিয়ে খুব উৎসাহিত। তত্ত্বের নির্ভুল গাণিতিক রূপের সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। পরমাণু তথা কণাপদার্থবিজ্ঞানের এক অজানা জগৎ উন্মোচিত হতে চলেছে গবেষকদের সামনে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গাণিতিক কাঠামো নিয়ে গবেষণা করেই অনিশ্চয়তা নীতির সন্ধান পেয়েছেন হাইজেনবার্গ। অত্যন্তক্ষুদ্র ও গতিশীল কণাগুলোর বিশেষ কিছু ধর্ম নির্ণয়ের সময় এই অনিশ্চয়তার প্রশ্ন আসে। সমসাময়িক দিকপাল গবেষকেরা সন্তুষ্ট হলেও মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন কিন্তু তখনো মেনে নিতে পারেননি এই তত্ত্ব। তাঁর মতে, বৈজ্ঞানিক মাপজোখের সুনির্দিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সেই তত্ত্বের সম্পূর্ণতা নিয়েই প্রশ্ন থেকে যায়।

নতুন এই তত্ত্ব নিয়ে রাশি রাশি গবেষণাপত্র লেখা হচ্ছে। এদিকে হাইজেনবার্গ ও ডিরাক বেরিয়েছেন আমেরিকা ট্যুরে। পদার্থবিদ্যার নতুন এই শাখা নিয়েই আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় ধরে লেকচার দিয়েছেন তাঁরা। এখানে এসেই বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছে দুজনের। বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ব্রিটিশ-জার্মান অসূয়া নেই। দুই দশক আগেও জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষামূলক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটনের তত্ত্বাবধানে। সনাতন পদার্থবিদ্যার নিউটনীয় ধারণাকে চুরমার করে দিয়েছিল এই আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব। কণাপদার্থবিজ্ঞানের জগতে একই রকম বৈপ্লবিক ধারণা নিয়ে এবার হাজির কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। নতুন এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অন্যতম প্রধান কান্ডারি ২৯ বছর বয়সী তরুণ পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ।

দীর্ঘ কয়েক মাস আমেরিকায় কাটিয়ে এশিয়া ট্যুরে এলেন তিনি। জাপান ও সিঙ্গাপুর হয়ে এবার তাঁর গন্তব্য ভারতবর্ষ, তথা বাংলা। বছরখানেক আগে তাঁর শিক্ষক সমারফেল্ডও এসেছিলেন ভারতবর্ষে। ইংরেজশাসিত এই দেশের গবেষকেরাও আধুনিক পদার্থবিদ্যার অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করেছেন। প্রবীণ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু তো আছেনই, এমনকি বেশ কয়েকজন তরুণ গবেষকের কাজকর্ম নিয়ে উচ্ছ্বসিত ইউরোপের বিজ্ঞানী মহল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ অধ্যাপকের গবেষণার প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আলবার্ট আইনস্টাইন। বসুর লেখা গবেষণাপত্রটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিখ্যাত জার্নাল সাইটশ্রিফট ফুর ফিজিক-এ প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। তবে ইদানীং গবেষণার শিরোনামে কলকাতা। এই শহরেই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্সের গবেষণাগারে বিশেষ আলোক বিচ্ছুরণের সন্ধান পেয়েছেন সি ভি রমণ ও তাঁর সহকারী কে এস কৃষ্ণাণ। সম্প্রতি ইউরোপের একাধিক গবেষণাপ্রবন্ধে এই বিচ্ছুরণকে 'রমণ এফেক্ট' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ৪ অক্টোবর ১৯২৯, জাহাজে কলকাতায় এসে নামলেন হাইজেনবার্গ। ঘটনাচক্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসুও তখন কলকাতায়। সত্যেন্দ্রনাথ, কে এস কৃষ্ণাণ, ডি এম বোস, আর রাও এবং অন্যান্য পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আকস্মিক আগমনে। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে তড়িঘড়ি একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বোস (ডি এম বোস) খুব সাহায্য করেছিলেন ওয়ার্নারকে। গবেষণার প্রয়োজনে দীর্ঘদিন জার্মানিতে থাকার সুবাদে দেবেন্দ্রমোহন তাঁর পূর্বপরিচিত। কলকাতায় আসার আরেকটি কারণ অবশ্যই ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বছর তিনেক আগে রবীন্দ্রনাথের কথা তিনি প্রথম শুনেছিলেন অধ্যাপক ম্যাক্স বর্নের স্ত্রী হেডভিগের কাছে। গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইজেনবার্গের শিক্ষক ছিলেন বর্ন। রবীন্দ্রনাথ কবি তখন জার্মানির বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কবির লেখা ঘরে—বাইরে উপন্যাসটির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন অধ্যাপক—পত্নী। মা—বাবাকে নিয়ে মিউনিখে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন হাইজেনবার্গ। তাঁর ধার্মিক মা বাড়িতে ফিরেই বলেছিলেন, এই ইন্ডিয়ান পোয়েট দেখতে যেন একেবারে ঈশ্বর যিশুর মতো! নোবেল পুরস্কারজয়ী অপূর্বদর্শন এই মানুষ যেন আক্ষরিক অর্থেই প্রাচ্যের মনীষী। তিনি নিজেও দেখেছেন জার্মানিতে কবির বক্তৃতা কিংবা অনূদিত কবিতাগুলোকে নিয়ে কী প্রবল উন্মাদনা! রোমান্টিকতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ। কানায় কানায় ভরে ওঠা বক্তৃতাকক্ষে প্রবেশ করতে না পেরে বাইরে গন্ডগোলের মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটত। কী অনাবিল দক্ষতায় ছান্দিক স্বর ক্ষেপণে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন কবি! সেই থেকে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আগ্রহ জন্মেছে ওয়ার্নারের। মনে হচ্ছিল, একবার মানুষটির সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারলে বেশ হতো। অবশেষে সেই সুযোগ হয়েছে দেবেন্দ্রমোহনের সৌজন্যে। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর ভাগনে দেবেন্দ্রমোহনের। কবির প্রিয় পাত্র তিনি। মধ্যাহ্নভোজের পর হাইজেনবার্গকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ দোতলায় একটি ঘরে চমৎকার চায়ের আয়োজন করেছেন। দেবেন্দ্রমোহন কিছুক্ষণ পর উঠে গেলেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেছিলেন ওয়ার্নার হাইজেনবার্গের সঙ্গে। গাছের ফাঁক গলে পড়ন্ত বেলার আলো জানালার শার্সি দিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরে। বিজ্ঞান ও দর্শনের বাস্তব সত্য নিয়ে কথা বলছেন এক আগ্রহী জার্মান তরুণ ও প্রবীণ ভারতীয় কবি। মানবনিরপেক্ষ কোনো সৌন্দর্য ও সত্যে বিশ্বাসী নন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেন, বিজ্ঞানে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ নিজেদের মনের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে।

এই কথা বেশ মনে ধরে হাইজেনবার্গের। তাঁর অনিশ্চয়তা তত্ত্বও তো এই প্রক্রিয়ারই ফসল! উত্তরে তিনি জানান একদম ঠিক কথা। বিজ্ঞানে প্রতিনিয়ত আমরা যে প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের সন্ধান করি, সেটা আসলে মানবসত্তার এক উপলব্ধি। হ্যাঁ, এক অনন্তমানবসত্তা। বৈজ্ঞানিক ধারণায় যে বিশ্বপ্রকৃতির কথা বলা হয়, তার বাস্তবতা আমাদের চেতনার ওপর নির্ভরশীল। এমন কোনো কিছুই থাকতে পারে না, যা মানবব্যক্তিত্বের অধীন নয়। এমনকি ব্রহ্মাণ্ডের সত্যও মানবীয় সত্য।

কী রকম? যেমন ইলেকট্রন ও প্রোটন দিয়ে তৈরি জড় পদার্থের কথাই ধরা যাক। এগুলোর মধ্যে অনেকটাই ফাঁকা অঞ্চল থাকে। তার মানে শূন্যস্থান ইলেকট্রন ও প্রোটনকে সংবদ্ধ করে রাখলেও পদার্থকে নিরেট বলে মনে হয়। ঠিক একইভাবে মানবজাতিও স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত, তাদের মধ্যে রয়েছে মানবীয় সম্বন্ধের পারস্পরিকতা। তাহলে আপনার মতে জগৎ হলো মানবসত্তার এক উপলব্ধি। হ্যাঁ, এক অনন্ত সত্তার উপলব্ধি। আমাদের কর্ম ও আবেগের মধ্য দিয়ে এই উপলব্ধি আসে। আমরা তো কেবল প্রকৃতির শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপটিই অনুধাবন করতে চাই। বড় আকারের কোনো অস্তিত্বে এই শৃঙ্খলার নির্দেশ ধরা গেলেও অতি ক্ষুদ্র কণাগুলোর মধ্যে সেই শৃঙ্খলা আমাদের বোধে ধরা পড়ে না।

আসলে অস্তিত্বের গভীরেই রয়েছে এই দ্বৈত পরস্পরবিরোধিতা। এর তুলনা আমি খুঁজে পাই আমাদের মনস্তত্ত্বে। আমাদের সংরক্ত আবেগ ও কামনাগুলো অবাধ্য, অথচ আমাদের চরিত্র এগুলোর বশে এনে একটা সমন্বিত সমগ্রে পরিণত করতে পারে। ভারতীয় দর্শনে নশ্বরতা, আন্তঃসম্পর্কবন্ধন, আপেক্ষিকতা ইত্যাদি বিষয়ের ভৌত [illegible] বলেছিলেন কবি। কলকাতার বাইরে এক গ্রামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তিনি। নাম শান্তিনিকেতন। গোটা ভারত থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসে। সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞানও পড়ানো হয় সেখানে। আন্তর্জাতিক এই শিক্ষাঙ্গনের অন্তরাত্মাটি কিন্তু একেবারে খাঁটি ভারতীয়। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও গান্ধীজির ভূমিকা নিয়েও কথা হয় তাঁদের। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই দীর্ঘ কথোপকথন বেশ অর্থবহ মনে হয়েছিল তরুণ পদার্থবিদের।

সন্ধ্যায় সেখান থেকেই সোজা চলে এসেছিলেন শিয়ালদহ স্টেশনে। কলকাতা পৌঁছানোর সংবাদ জানিয়ে মা-বাবাকে একটি চিঠি লিখে লেটারবক্সে ফেললেন তিনি। তারপর উঠে বসলেন দার্জিলিং মেলের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে। এবার তাঁর গন্তব্য শৈলশহর দার্জিলিং। তখনো দার্জিলিংকে ঠিক শহর বলা চলে না, দেশীয় কয়েকজন রাজা ও জমিদারদের সম্পত্তি থাকলেও ব্রিটিশরা এই পাহাড়ি জনপদকে একটু একটু করে নিজেদের গ্রীষ্মাবাস হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন। টি প্ল্যান্টেশনের পাশাপাশি চার্চ, ক্লাব, স্কুল, কমিউনিটি হল, বুকশপ ইত্যাদি দু—একটা করে গড়ে উঠছে সবই। এমনকি পাহাড়ের ঢালে প্রায় ৪০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে আস্ত এক বোটানিক্যাল গার্ডেন, নাম লয়েডস বোটানিক্যাল গার্ডেন। শহরে পায়ে হাঁটা রাস্তায় খাদের দিকে লোহার রেলিং দেওয়া।

হোটেলে উঠেছেন হাইজেনবার্গ। দার্জিলিংয়ে পৌঁছানোর সংবাদ জানিয়ে বাড়িতে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন তিনি। কোথা থেকে যে রাজ্যের কুয়াশা ও মেঘ এসে জড়ো হয়েছে! ধূসর মেঘের আড়াল পেরিয়ে দৃষ্টি বেশি দূর যায় না। সঙ্গে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। কমে আসছে দিনের আলো। একটু একটু করে আরও জবুথবু হয়ে পড়ছে এই শৈল জনপদ। হোটেলের কেয়ারটেকার ছেলেটি তাঁর জন্য চা নিয়ে এল। স্থানীয় লেপচা ছেলেটি ইংরেজিতে কথা বলা ভালোই রপ্ত করেছে। ও যখন ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল, হাইজেনবার্গ জিজ্ঞেস করলেন, টাইগার হিল এখান থেকে কত দূর? খুব বেশি দূরে নয়। যেতে ঘণ্টাখানেক লাগে। আপনি যাবেন? তাহলে ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রাখি?

ঘোড়ার দরকার কী? আমি ট্রেক করেই যেতে চাই। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা, বৃষ্টি হলে তো সবই ভেস্তে যাবে! ভাগ্য ভালো থাকলেই টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখা যায়। মনে হয়, মেঘ কেটে যাবে। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বেন, স্যার। রাত দুটো নাগাদ আমি ডেকে দেব। আর্লি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে, নইলে সাড়ে চারটার আগে পিকে পৌঁছানো যাবে না। ক্ষণিকের কথাবার্তাতেই ছেলেটিকে ভালো লেগে যায় হাইজেনবার্গের। তিনি বলেন, টাইগার হিলে যাওয়ার জন্য একজন গাইডকে বলে রেখো।

সে আপনি ভাববেন না, স্যার। আজ রাতেই ম্যানেজারবাবুকে বলে রাখব। বিছানায় রাখা কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বসলেন তরুণ অধ্যাপক। মাসখানেক হতে চলল দেশ ছেড়ে বেরিয়েছেন। মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। কাগজ—কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন তিনি।

দার্জিলিং অক্টোবর ৫, ১৯২৯

প্রিয় মা-বাবা, দুই ঘণ্টা আগেই আমার ভারতে পৌঁছানোর খবর জানিয়ে তোমাদের একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। আমার ধারণা, হয়তো এক্ষুনি সেটা তোমাদের কাছে পৌঁছাল (ওখানে নিশ্চয় এখন দুপুরবেলা); তোমরা সম্ভবত দেখে অবাক হচ্ছ যে টেলিগ্রামটা কলকাতা থেকে নয়, দার্জিলিং থেকে এসেছে। কিন্তু আমার শেষ চিঠিতে জানিয়েছিলাম, আমি দুই দিন আগে কলকাতায় পৌঁছেছি। ইচ্ছা করেই আগে তোমাদের জানাতে চাইনি; যা—ই হোক, আমি চেয়েছিলাম নির্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষা করতে, যেদিন গন্তব্যে পৌঁছে আমার টেলিগ্রাম পাঠানো যাবে।

এই মুহূর্তে আজ দুপুরে আমি হিমালয়ের কোলে এই পাহাড়ি গ্রামে (২২০০ মিটার উচ্চতা) বসে আছি। তোমরা জানলে খুব অবাক হবে, আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে আমার ঘরের জানালা দিয়েই হিমালয়ের বিশাল পর্বতমালা, হিমবাহসহ বিস্তৃত শৈলশিরা দেখা যায়। তবে এই মুহূর্তে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে এবং ঘন কুয়াশায় ১০০ মিটার দূরের কিছুও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। তোমরা হয়তো বুঝতেই পারছ যে আমি কিছুটা অধৈর্য হয়ে আছি; আজ থেকে দিন দুয়েক বাদেই আমাকে নেমে যেতে হবে, কিন্তু যদি এই সময়ের মধ্যে আবহাওয়া পরিষ্কার না হয়, তবে আমার ভারতে আসাই বৃথা হবে। আর তোমরা তো জানোই পাহাড় আমার হৃদয়ের কতটা জুড়ে আছে। আমার কাছে যেকোনো পুরোনো মন্দিরের চেয়ে পাহাড় বেশি আকর্ষণীয়। তবে ভাগ্য আমার সঙ্গে থাকতেও পারে; কারণ, আমি আগেও দেখেছি এই ধরনের ক্ষেত্রে পাহাড় আমাকে খালি হাতে ফেরায় না। তবে এখানকার বৃষ্টি ও কুয়াশাঘেরা প্রকৃতিও মোহময়; গাঙ্গেয় উপকূলের গরম একদমই নেই, বাতাস নিজেই বেশ ঠান্ডা এবং আমার তো প্রায় 'অ্যাট হোম' ফিলিংস হচ্ছে। এখানে এত ঠান্ডা যে উলের স্যুট পরেও আমি রীতিমতো কাঁপছি। আবহাওয়া পরিষ্কার হলে প্রত্যেক পর্যটকের মতো আমিও রাত তিনটায় উঠে টাইগার হিলে যাওয়ার চেষ্টা করব। সেখানে যেতে হলে আদতে একটি পাহাড়ে চড়তে হয় এবং সেখান থেকে মাউন্ট এভারেস্ট দেখা যায়। শুনেছি, টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখা নাকি এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। হয়তো নামেই বুঝতে পারছ যে এখানকার জঙ্গলে এখনো বাঘ আছে, তবে চলাচলের রাস্তায় খুব একটা আসে না, আর মানুষ দেখলেই নাকি পালিয়ে যায়। অনেকটা আমাদের ওখানকার হরিণের মতো বলতে পারো। গতকাল কলকাতার পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে চমৎকার সময় কেটেছে, বেশ কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতা বলতে পারো। বিকেলে আমি ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিথি ছিলাম। তোমাদের হয়তো মনে আছে, বছর দুয়েক আগে মিউনিখে আমরা ওনার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। তিনি এখানে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সেটাকে বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল যা—ই বলা হোক না কেন, তরুণ ভারতীয়রা সেখানে বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি নানা বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে। গান্ধীর অধীনে ভারতে যে স্বাধীনতাসংগ্রাম চলছে, সেটার সঙ্গেও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। বস্তুগতভাবে অবশ্যই ইংরেজরা ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু শক্তির ওপর কখনো আত্মার জয় হবে কি? ইংরেজ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে আমি কেবল খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলোরই মুখোমুখি হয়েছি। ইউরোপীয়দের জন্য হোটেল, রেলপথসবকিছুর অবস্থা খুব নিম্নমানের এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল। স্পষ্টতই, সব মুনাফা ইংরেজদের পকেটে চলে যাচ্ছে, দেশে থাকছে না কিছুই এবং তাই হয়তো পরিকাঠামোগত উন্নতি করা হয়ে উঠছে না। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেট্রেনযাত্রাকালে এখানকার প্রথম শ্রেণির কামরাগুলোতেও বালিশ ও চাদর সরবরাহ করা হয় না, নিজেকেই সেগুলো বগলদাবা করে নিয়ে আসতে হয়। জার্মানির চতুর্থ শ্রেণির কামরা এখানকার প্রথম শ্রেণির চেয়ে ভালো। তবু সবকিছু আমাদের দেশের চেয়ে ব্যয়বহুল। টাকা কোথায় যায়, তা সহজেই বোঝা যায়। যেকোনো ভদ্র ব্যক্তি এখানকার অর্থনীতিকে কলঙ্কজনক বলে ভাববেন। এখানকার নিম্নশ্রেণির জীবনযাপন আমাদের দৃষ্টিতে মর্মান্তিক; তবু ইংরেজরা উন্নতির কোনো চেষ্টাই করছেন না। গাইড ছেলেটি একেক করে চেনাতে শুরু করে বিদেশি অতিথিকে। একেবারে সামনে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ওর উচ্চারণে 'কাংচেনজঙ্গা'। এই দেশের কিছু ধর্মীয় রীতিনীতি আমাদের কাছে বেশ ভয়ানক এবং অবোধ্য বলে মনে হয়, এবং আমি এমন কিছু জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি, যা আমি ভুলে যেতে চাই। এদিকে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পাছে খুব ঠান্ডা হয়ে যায়, তাই কেয়ারটেকার ছেলেটি আমার ঘরের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। এ রকম পরিবেশ আমাকে আলপাইনের ট্রেকারস হাটে কাটানো জীবন মনে করিয়ে দেয়। আমার ঘরের বাইরে জঙ্গল ছাড়িয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যেই খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এল এবং পাহাড়জুড়েগ্রামের টিমটিমে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। হয়তো রাতের মধ্যেই আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবে।' অবশেষে সত্যি টাইগার হিলে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে পৌঁছানোর বেশ কিছুক্ষণ পর আকাশ একটু একটু করে উজ্জ্বল হতে থাকে। প্রায় মিনিট দশেক পরে পুব আকাশে আলোর দীপ্তি দেখা যায়। নীল আকাশের ক্যানভাসে তুষারাবৃত হিমবাহে গিরিশৃঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সোনালি আলোর ছটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সাদা চকচকে হয়ে ওঠে বরফের শৃঙ্গগুলো। প্রথমে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তারপর একে একে আলো ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য শৃঙ্গে। মেঘমুক্ত আকাশে প্রতিটা পাহাড়চূড়া আলাদা করে দেখা যাচ্ছে। গাইড ছেলেটি একেক করে চেনাতে শুরু করে বিদেশি অতিথিকে। একেবারে সামনে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ওর উচ্চারণে 'কাংচেনজঙ্গা'। দূরে মেঘের রেখার পেছনে আবছা শৃঙ্গটি হলো মাউন্ট এভারেস্ট, পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ। পাশাপাশি জেগে থাকা আরও অনেক শৈলচূড়া এবং পাহাড়ি খাঁজে হিমবাহগুলোও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সূর্য তার সব ঔজ্জ্বল্য নিয়ে হাজির হলো হিমালয়ে। রোদ এসে পড়ল টাইগার হিলেও। একরাশ ভালো লাগা সঙ্গে নিয়ে এবার ফেরার পালা। গাইডকে সঙ্গে নিয়ে বনের রাস্তা ধরেই নামতে শুরু করলেন হাইজেনবার্গ।

হোটেলে ফিরে এলেন তরুণ পদার্থবিদ। ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলেন তিনি। আজ আবহাওয়া একদম পরিষ্কার, কোথাও যেন মালিন্যের রেশটুকু নেই। কাগজ—কলম নিয়ে বসলেন চিঠির বাকি অংশ লিখতে। রোববার সকাল, ৬ অক্টোবর ভাগ্য ইতিমধ্যেই আমার ওপর সুপ্রসন্ন হয়েছে, আমি যতটা আশা করেছিলাম, তার চেয়ে বেশিই বলতে পারো। যখন রাত একটা নাগাদ একবার ঘুম থেকে উঠলাম, তখনো চারদিক পুরোপুরি কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল এবং আমি সত্যিই আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু রাত দুইটায় কেয়ারটেকার ছেলেটি আমার দরজায় কড়া নাড়ল: আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল, ও জিজ্ঞেস করল আমি চা খেতে চাই কি না? ২টা ৩০ মিনিট, আমরা শীতের পোশাক পরে প্রাতরাশ করে নিলাম। একজন তিব্বতি গাইড আমার সঙ্গে গিয়েছিল। (এখানকার পর্বত অধিবাসীরা মঙ্গোলিয়ান বংশোদ্ভূত এবং হিমালয়ের উত্তর দিক থেকে এসেছে।) আকাশে বেশ কিছু তারা উঠেছিল; বিশেষ করে আমাদের চলার পথে মাথার ওপরে দর্শনীয়ভাবে উজ্জ্বল হয়ে ছিল কালপুরুষ। প্রথমে পাশের একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে খানিকটা উঠে যাওয়া, যেখানে মাত্র কয়েকটি আলো জ্বলছিল, তারপর একটি গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটানা পথচলা। সঙ্গে গাইড থাকায় সুবিধাই হয়েছে, অন্যথায় আমি হারিয়ে যেতে পারতাম। আমরা যখন ওপরের দিকে উঠছিলাম, আকাশ দৃশ্যত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। তারপর ৪টা ৩০ মিনিট নাগাদ আমরা শিখরে পৌঁছেছিলাম। আকাশে মেঘের কয়েকটি পুরু রেখা, তবে বাধাহীনভাবে আকাশের অনেকটা দূরে চোখ যায়। কিন্তু চমৎকার তারকাখচিত আকাশ ছাড়া তখনো সবকিছু অন্ধকার। সূর্যোদয়ের আগের স্বল্প সময়ে আমরা কাঠের আগুনে খানিকটা কফি তৈরি করে ফেলেছিলাম। ওখানে ট্যুরিস্ট বলতে কেবল আমরাই ছিলাম, অন্যরা হয়তো আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে বিশ্বাস করতে পারেনি। তারপর যখন ঘড়িতে সময় প্রায় ভোর পাঁচটার কাছাকাছি, পূর্ব দিক আলোকিত হতে শুরু করল। স্বচ্ছ নীল আকাশ থেকে হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল আলো; তাদের সাদা ধূসর রং, আমাদের দেশের পর্বতের মতোই এই দৃশ্য আমার কাছে অতিপরিচিত। তখন আমাদের সামনে (অর্থাৎ ৫০-৭০ কিলোমিটার দূরে) সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার দীর্ঘ পরিসর। ধারালো শিরা-উপশিরা ছাড়াও প্রতিটি শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটি ৮ হাজার মিটার উঁচু। এত উঁচু বিশালাকার পর্বতগুলো কেবল ৫০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। যাহোক, মাউন্ট এভারেস্ট এখান থেকে অনেক দূরেআমার মনে হয়, প্রায় ১৫০ কিলোমিটার হবে, সেই রকমই ধূসর দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া সব সময় এই পর্বত মেঘের আড়ালে ছিল, যেখান থেকে মাঝেমধ্যে কেবল শৃঙ্গের ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। দুটো পর্বতের রেঞ্জের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার পূর্ব দিকে নিচের চূড়া এবং হিমবাহের একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল প্রসারিত। সম্ভবত উচ্চতার নিরিখে সব কটিই ৬ হাজার মিটারের ওপরে। বিশেষ করে পূর্ব দিকের এই দৃশ্যের ক্রুয়েনস্টাইন থেকে দেখতে পাওয়া ট্যারেন পর্বতমালার সঙ্গে অনেক মিল। (তোমাদের কি এই ব্যাপার এখনো মনে আছে?) সূর্য আমাদের পাহাড়ে পৌঁছানোর অনেক আগে, উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গগুলো জ্বলজ্বল করতে শুরু করে, প্রথমে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও মাউন্ট এভারেস্ট, তারপর একে একে নিচের শিখরগুলো। তবে তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে এ ধরনের সূর্যোদয় কেমন দেখায়। আমরা সেখানে অনেকটা সময় ধরে ছিলাম, যতক্ষণ না পাহাড়গুলো পুরোপুরি সাদা হয়ে জ্বলজ্বল করতে শুরু করল এবং রোদের উত্তাপ আমাদের গায়ে এসে লাগল। এই মুহূর্তে আমরা আবারও মেঘ এবং কুয়াশার নিচে বসে আছি। তবে এই পরিবেশ অবশ্যই আমাকে আর বিচলিত করছে না। আরেকটি নতুন পৃষ্ঠা নিয়ে লেখা শুরু করতে ইচ্ছা করছে না। অতএব তোমরা অনেক উষ্ণ শুভেচ্ছা নিয়ো,

তোমাদের ওয়ার্নার পরদিন সকালের ট্রেনেই পাহাড় থেকে নেমে এলেন হাইজেনবার্গ। আবার কলকাতা থেকে জাহাজ ধরতে হবে। ফিরতি যাত্রায় ট্রেনে বসে নিজের দার্জিলিং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বন্ধু পল ডিরাককে লিখে জানালেন তিনি।

কলকাতা থেকে মাদ্রাজে এলেন হাইজেনবার্গ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁকে স্বাগত জানাতে আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন কে এস কৃষ্ণাণ। এই বিদেশি অতিথিকে সঙ্গ দেওয়ার ভার পড়েছে বিজ্ঞান বিভাগের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র চন্দ্রের ওপর। ছেলেটির পুরো নাম সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর। কয়েক মাস আগেই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন হাইজেনবার্গের শিক্ষক আর্নল্ড সমারফেল্ড। তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিল চন্দ্র। সমারফেল্ডের কাছেই সে প্রথম শুনেছিল শ্রোঙ্গিগারের ওয়েভ মেকানিকস এবং হাইজেনবার্গ, ডিরাক, পাউলি ও অন্যান্য তরুণের হাতে কণাপদার্থবিজ্ঞান জগতের অগ্রগতির কথা। ফলে এবার হাইজেনবার্গের সাহচর্য ওর কাছে স্বপ্নের মতো। একটি গাড়ি ভাড়া করে সারা দিন ধরে কাঞ্চিপুরম ও মহাবলীপুরমের মন্দিরগুলো জার্মান পদার্থবিদকে ঘুরিয়ে দেখাল সে। কলেজপড়ুয়া এই ছাত্রের বিজ্ঞানভাবনা শুনে এবং ওর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন হাইজেনবার্গ। ওকে শুনিয়েছিলেন কোপেনহেগেনে বিজ্ঞানী নীলস বোরের ইনস্টিটিউশনের কথা। বোরের বিজ্ঞানদর্শন, শিক্ষাদান ও মহানুভবতায় যে শিক্ষাঙ্গন, তাঁর নিজের কাছেই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান। এসব কথা শুনে গবেষণার স্বপ্নে যেন আরও বেশি করে বিভোর হয়ে ওঠে চন্দ্রশেখর। সন্ধ্যার পর সমুদ্রসৈকতে বসেও চলল পদার্থবিজ্ঞান আলোচনা। নিজের সাম্প্রতিক গবেষণা প্রবন্ধটি নিয়েও কথা বলল চন্দ্র। পরদিন বাবাকে চিঠি লিখে জানাল, 'সোমবার সারাটা দিন তাঁর সঙ্গে কাটালাম, একেবারে জাহাজঘাটায় কলম্বোর উদ্দেশে জাহাজ ছাড়ার আগপর্যন্ত। আমার গবেষণাপত্রটি নিয়েও কথা বলেছি। মাত্র এক দিনে পদার্থবিজ্ঞানজগতের কত কিছু যে জানলাম!'

মাদ্রাজ থেকে জাহাজে চেপে সোজা কলম্বো। দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার রাজধানী শহরটিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশি, আছে অগুনতি মনাস্ট্রি। ভারতে আসার আগে রেঙ্গুনেও নারকেলগাছে ঘেরা একটি প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির দর্শন করেছিলেন হাইজেনবার্গ। মা-বাবাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এই মন্দিরগুলোতে বাইরে জুতা রেখে খালি পায়ে প্রবেশ করতে হয়।' পায়ে হেঁটে বন্দর—শহরটি ঘুরে দেখলেন তিনি। গেলেন গঙ্গারামাইয়া মন্দির দেখতে। ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরের এই শহরে মানুষেরা কিন্তু ভারী আন্তরিক। দুই দিন অপেক্ষা করার পর অবশেষে সিঙ্গাপুর থেকে হাইজেনবার্গের ঢাউস স্যুটকেসটি এখানে এসে পৌঁছায়। যথাসময়ে হারুনা মারু কলম্বো বন্দর ছেড়ে রওনা হয়। এই জাপানি জাহাজে চেপেই সুয়েজ খাল পেরিয়ে ইউরোপে যাচ্ছেন ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ। এবার সত্যি দেশের টান অনুভব করছেন তরুণ পদার্থবিদ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

১৪.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে অসমের টংলা স্টেশনের পুনর্বিকাশ

মালিগাঁও, ২৬ জুলাই, ২০২৪: উত্তর পূর্বাঞ্চল ও অসমে রেলওয়ে সা-সুবিধাগুলি আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে রেলওয়ে পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলির জন্য ১০,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৬০টি রেলওয়ে স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধাযুক্ত করে পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত স্টেশনগুলির মধ্যে অসমের টংলা রেলওয়ে স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ১৪.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এক উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ লাভ করবে। এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেল ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুবিধা লাভ করবেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে রঙিয়া-রাঙাপাড়া সেকশনের মধ্যে অবস্থিত ওদালগুড়ি জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হলো টংলা রেলওয়ে স্টেশন।

রিটায়ারিং রুম এবং ওয়েটিং রুম সহ যাত্রীদের সুবিধার্থে সর্বশেষ সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বিদ্যমান স্টেশন ভবনটি উন্নত সম্মুখ অংশ সহ সম্প্রসারণ করা হবে। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য অনুকূল রেম্প এবং দুটি লিফট ও একটি ৫ মিটার চওড়া ওভার ব্রিজের মতো অন্যান্য আধুনিক সুবিধা সহ শৌচালয়ের সুবিধাও প্রদান করা হবে। নতুন টয়লেট ব্লকটি পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে নির্মাণ করা হবে।

চারপাশের সৌন্দর্যায়ন সহ উন্নতমানের পার্কিং সুবিধার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। যাত্রীদের সহজ চলাচলের জন্য প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে শেল্টার প্রদান করা হবে এবং মার্বেল পাথর, টাইল ইত্যাদি দিয়ে নতুনভাবে সারফেস নির্মাণ করা হবে।

আগমন ও প্রস্থানের পথ পুনঃ উন্নয়ন করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা উন্নতমানের পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবেন।

উপরোক্ত সকল কাজের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। নতুন স্টেশন ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। অন্যান্য যাত্রী সুবিধার জন্য কাজ যেমন কোচ গাইডেন্স বোর্ড স্থাপন, ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম, প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, দিব্যাঙ্গজনের জন্য সহজলভ্য ওয়াটার বুথের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্যও কাজ চলছে।

এই স্টেশনটির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং শহর ও পার্শবর্তী অঞ্চলগুলির যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করে তুলবে এবং পর্যটনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

অগ্নিপথের লক্ষ্য সেনাবাহিনীকে পুনরুজ্জীবিত করা ও যুদ্ধের নিরন্তর যোগ্য রাখা : প্রধানমন্ত্রী

লাদাখ, ২৬ জুলাই (হি.স.): অগ্নিপথ প্রকল্পের লক্ষ্য হল সেনাবাহিনীকে পুনরুজ্জীবিত করা ও যুদ্ধের নিরন্তর যোগ্য রাখা।'দেশের বিরোধীদের ভূমিকার নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, কিছু মানুষ জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়কেও রাজনীতির বিষয় বানিয়ে ফেলেছে। কেউ কেউ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে সেনাবাহিনীর এই সংস্কার নিয়ে মিথ্যার রাজনীতিও করছেন। এরাই সেই লোক যারা হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করে আমাদের বাহিনীকে দুর্বল করেছে। এরা সেই একই লোক যারা চেয়েছিল এয়ার ফোর্স যেন কখনোই আধুনিক যুদ্ধবিমান না পায়। এরাই সেই লোক যারা তেজস অগ্নিপথের লক্ষ্য সেনাবাহিনীকে পুনরুজ্জীবিত করা ও যুদ্ধের নিরন্তর যোগ্য রাখা।'দেশের বিরোধীদের ভূমিকার নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, কিছু মানুষ জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়কেও রাজনীতির বিষয় বানিয়ে ফেলেছে। কেউ কেউ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে সেনাবাহিনীর এই সংস্কার নিয়ে মিথ্যার রাজনীতিও করছেন। এরাই সেই লোক যারা হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করে আমাদের বাহিনীকে দুর্বল করেছে। এরা সেই একই লোক যারা চেয়েছিল এয়ার ফোর্স যেন কখনোই আধুনিক যুদ্ধবিমান না পায়। এরাই সেই লোক যারা তেজস যুদ্ধবিমানকে একটি বাক্সে আটকে রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিল।'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সত্য যে অগ্নিপথ প্রকল্প দেশের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং দেশের দক্ষ যুবকরাও মাতৃভূমির সেবায় এগিয়ে আসবে। বেসরকারি সেক্টর এবং আধা সামরিক বাহিনীতে অগ্নিবীরদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়েছে।'বীর সেনা জওয়ানদের প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কার্গিলের বিজয় কোনও দলের নয়, দেশের জয় ছিল। এই জয় আমাদের দেশের ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এটি গর্ব এবং আত্মসম্মানের একটি প্রমাণ। ১৪০ কোটি দেশবাসীর পক্ষ থেকে, আমি আমাদের সাহসী সৈনিকদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।'

স্কুলের সময়ে রিষড়া স্টেশনের কাছে টোটোর জন্য নিত্য যানজট, বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা স্থানীয়দের

রিষড়া, ২৬ জুলাই (হি.স.): হুগলির রিষড়া রেলওয়ে স্টেশনের এক নম্বর রেললাইনের কাছে ভাঙা পাঁচিলের ওখান দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার যাত্রী নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করে রিষড়া স্টেশনে যাতায়াত করে চলেছেন। এর আগে রেলের তরফে এই ভাঙা পাঁচিল মেরামত করার চেষ্টা হলেও পরবর্তীকালে তা আবার ভেঙে দেওয়া হয়। এই ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়েই প্রতিদিন কয়েক হাজার যাত্রী নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পার করে রিষড়া স্টেশনে যাতায়াত করেন। প্রতিদিন স্কুলের সময় যখন লোকাল ট্রেন স্টেশনে আসে, তখন টোটোচালকরা এই ভাঙা পাঁচিল সংলগ্ন আরবিসি রোডে এমনভাবে টোটো দাঁড় করিয়ে রাখেন যে সাধারণ মানুষের চলাফেরাই সমস্যা হয়ে যায়। একদিকে যেমন রাস্তায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয় রাস্তায় যানজট কমার জন্য। যেহেতু পূর্ব রেলের হাওড়া-বর্ধমান (মেইন) শাখায় ঘনঘন ট্রেন চলাচল করে, তাই রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুলের পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের সবসময়ই দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায় বলে অভিযোগ নিত্যযাত্রীদের। যানজট-স্থল রিষড়া থানার খুব কাছে হলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে পুলিশ এ বিষয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করে না বলে অভিযোগ। এছাড়া রেল পুলিশের সামনেও প্রতিদিনই স্কুল পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা রেললাইনে দাঁড়িয়ে যানজট কমার অপেক্ষা করতে থাকলেও তাঁরা যেন বিষয়টি দেখেও দেখেন না। স্থানীয় রিকশাস্ট্যান্ডের রিকশাচালকরা জানান, যেসব টোটোচালকরা যানজট সৃষ্টি করে তাঁরা আদতে বহিরাগত। আর স্কুলের সময় তাঁরা প্রায় একপ্রকার জোরজবরদস্তি করেই রাস্তায় তাঁদের টোটো দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠান---নামান। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালেও পুলিশ বহিরাগত টোটো চালকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ স্থানীয় রিকশাচালকদের। তাঁদের এও অভিযোগ, বহিরাগত অনেক টোটোচালক প্রায় জোর করে রিকশাস্ট্যান্ডেই তাঁদের টোটো রাখেন। টোটো সরিয়ে দিতে বললে টোটোচালকরা মারামারি করতেও উদ্যত হন বলে অভিযোগ। এবিষয়ে থানায় অভিযোগ জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

স্থানীয়রা জানান, স্কুলের সময় এখানে যানজট, কোলাহল, হট্টগোল ও এমনকি কুবাক্যবিনিময় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু এসব দেখার কেউ নেই বলেই অভিযোগ। তাঁদের বক্তব্য, হয়তো বড় কোনও দুর্ঘটনার অপেক্ষা করছে প্রশাসন। তারপর যদি তাঁদের টনক নড়ে!

ভুবনেশ্বর স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত মালগাড়ি, বিঘ্নিত ট্রেন পরিষেবা

ভুবনেশ্বর, ২৬ জুলাই (হি.স.) : ওডিশার ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল মালগাড়ির দু''টি বগি। শুক্রবার ভুবনেশ্বর স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে একটি মালগাড়ির দু''টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। দু''টি বগি রেললাইন থেকে নেমে যাওয়ায় রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকালে ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায় একটি মালগাড়ি। মালগাড়ির দু''টি ওয়াগন রেললাইন থেকে নেমে যায়। ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে (ইসিওআর) জানিয়েছে, এই ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কটকগামী মালগাড়িটি ভুবনেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন অতিক্রম করার পরই লাইনচ্যুত হয়ে যায়।

কার্গিল বিজয় দিবস : বীর সৈনিকদের সেবা ও আত্মত্যাগকে কুর্নিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): কার্গিল বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শহীদদের সেবা ও আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুক্রবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লিখেছেন, 'কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫-তম বার্ষিকীতে, আমরা ১৯৯৯ সালের যুদ্ধে বীর সৈনিকদের অদম্য চেতনা ও সাহসের কথা স্মরণ করছি।'প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও লেখেন, 'বীর সৈনিকদের অটল প্রতিশ্রুতি, বীরত্ব ও দেশপ্রেম আমাদের দেশকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তাঁদের সেবা ও আত্মত্যাগ প্রতিটি ভারতীয় এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।' কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এদিন দ্রাসে বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।'

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে ক্ষুব্ধ মায়াবতী, বঞ্চনার অভিযোগ আনলেন বিএসপি প্রধান

লখনউ, ২৬ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র প্রধান মায়াবতী। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি আনলেন বঞ্চনার অভিযোগ। মায়াবতী শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'কেন্দ্রের এই ধরনের বিমাতৃসুলভ আচরণ নতুন কিছু নয়। ইউপিতেও এই আচরণের মুখোমুখি হয়েছে বিএসপি। অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় বাজেটে অসন্তুষ্ট হয়ে নীতি আয়োগ সভায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে বিপুল জনসংখ্যার উত্তর প্রদেশের মতো একটি দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া রাজ্যের প্রতি বাজেটে যথাযথ মনোযোগ না দেওয়া কতটা ন্যায়সঙ্গত? দেশ এবং জনস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া কেন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' মায়াবতী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন, সংসদে পেশ হওয়া এনডিএ সরকারের বাজেটেও দেশ ও সাধারণ জনগণের স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব ও ভারসাম্যহীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ হওয়া স্বাভাবিক। মায়াবতী কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, দেশ ও জনস্বার্থকে সর্বাগ্রে রাখা কেন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই, দক্ষিণবঙ্গের আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি মিটেছে অনেকটাই, আগামী কিছু দিন এভাবেই বৃষ্টি হলে ঘাটতির পরিমাণ আরও কিছুটা কমবে। এমতাবস্থায় সুখবর দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আগামী কিছু দিন আরও বৃষ্টিপাত হবে। আগামী প্রায় এক সপ্তাহ স্বাভাবিক অথবা স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরির পূর্বাভাস রয়েছে। তার জেরেই হতে পারে লাগাতার বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না আবহবিদেরা। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখা। এর প্রভাবে আগামী বৃহস্পতিবার, ১ আগস্ট পর্যন্ত স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণে। উত্তরবঙ্গে স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এই সময় তাপমাত্রা সামান্য বেশি থাকতে পারে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি বেশি।

শিনখুন লা টানেল প্রকল্পের কাজের সূচনা, লাদাখে তরান্বিত হবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

লাদাখ, ২৬ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সকালে রিমোটের বোতাম টিপে শিনখুন লা টানেল প্রকল্পের কাজের সূচনা করেছেন। লাদাখের দ্রাস সেক্টরে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) অনিল চৌহানের উপস্থিতিতে শিনখুন লা টানেল প্রকল্পের প্রথম বিস্ফোরণ ঘটান। একইসঙ্গে কাজেরও সূচনা হয়েছে। নিমু-পাদুম-দারচা রোডে ৪.১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই টানেলের উচ্চতা হবে প্রায় ১৫,৮০০ ফুট। এটিই হবে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু টানেল। এর ফলে সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনের কাজে যেমন সুবিধা হবে তেমনই লাদাখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নও তরান্বিত হবে।শিনখুন লা টানেলের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখন লাদাখেও উন্নয়নের নতুন ধারা তৈরি হয়েছে। শিনখুন লা টানেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে, লাদাখ সারা বছর এবং প্রতিটি মরশুমে দেশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। এই টানেল লাদাখের উন্নয়ন এবং উন্নত ভবিষ্যতের জন্য নতুন সম্ভাবনার নতুন পথ খুলে দেবে।

জোড়া খুন রানাঘাটে, সুদের কারবারি ও গাড়িচালককে কুপিয়ে হত্যার তদন্তে পুলিশ

রানাঘাট, ২৬ জুলাই (হি.স.): পেশায় সুদের কারবারি ও তাঁর গাড়িচালককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল নদিয়া জেলার রানাঘাটে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুদের কারবারি সুমন চক্রবর্তী ও তাঁর গাড়িচালক রূপক দাসের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'জনের শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপের চিহ্ন ছিল। মাথায় ভারী কিছু দিয়ে জোর আঘাত করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, যেখান থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে, খুনটা হয়তো সেখানে হয়নি। অন্য কোথাও খুন করা হয়েছে। তার পরে দেহ ফেলে রেখে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ দেহ দু''টি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সুমনের পরিজনরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ চালক রূপককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল সুমন। তার পর দীর্ঘ ক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও তাঁরা বাড়ি না ফেরায় মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের ফোনে পাওয়া যায়নি। এরপর সন্ধ্যায় দেহ উদ্ধার হয়।

ভারী বৃষ্টিতে স্বস্তি পেল দিল্লি, রাস্তায় জল জমে ভোগান্তিও বাড়ল

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল জাতীয় রাজধানী দিল্লি। শুক্রবার ভোররাত থেকে শুরু হওয়া একনাগাড়ে বৃষ্টিতে দিল্লিবাসী যেমন স্বস্তি পেয়েছেন, ততটাই বেড়েছে অস্বস্তিও। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ভোগান্তির শিকার হয়েছেন দিল্লিবাসী। দিল্লির কনৌট প্লেস, ভিকাজী কামা প্লেস, শান্তি পথ, অশোকা রোড, মোতিবাগ রিং রোড প্রভৃতি রাস্তায় বৃষ্টির জল জমে গিয়েছে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে, সকালের ব্যস্ত সময়ে দুর্ভোগে পড়তে হয় অফিসগামী যাত্রীদের। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৫ জুলাই সকাল সাড়ে আটটা থেকে ২৬ জুলাই সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ৮৯.৫ মিলিমিটার এবং ইগনু এলাকায় ৩৪.৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

প্রবীণ বিজেপি নেতা প্রভাত ঝা প্রয়াত, শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব

গুরুগ্রাম ও ভোপাল, ২৬ জুলাই (হি.স.): প্রয়াত হয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা প্রভাত ঝা। শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। প্রবীণ এই বিজেপি নেতা মধ্যপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।মেদান্তা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে ভোপালের বনসল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন প্রভাত ঝা। বনসল হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দু''দিন পর প্রভাত ঝা-কে এয়ারলিফট করে মেদান্তা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। শুক্রবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মধ্যপ্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, প্রবীণ নেতা, শ্রদ্ধেয় প্রভাত ঝা-র মৃত্যুর অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদ পেয়েছি। মধ্যপ্রদেশের উন্নয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর প্রয়াণে রাজনৈতিক জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।'

কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রীর, বীর যোদ্ধাদের প্রতি কুর্নিশ

কার্গিল, ২৬ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সকালে ২৫-তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে লাদাখের দ্রাসে কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শুক্রবার সকালেই লাদাখের দ্রাসে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে পৌঁছনোর পর কার্গিল যুদ্ধে শহীদ বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। বীর যোদ্ধাদের সাহসিকতার প্রতি কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের গর্ব। কার্গিল যুদ্ধে গোটা দেশ একজোট হয়ে সেদিন সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেই সংহতি ও শৌর্যের কথা স্মরণ করে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি দিনটি পালন করা হয় ''কার্গিল বিজয় দিবস'' হিসেবে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীর যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানায় গোটা দেশ।

বাংলার সঙ্গে রাজনৈতিক বৈষম্য করা হচ্ছে, দিল্লি যাওয়ার আগে প্রতিক্রিয়া মমতার

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.) : বাংলার সঙ্গে রাজনৈতিক বৈষম্য করা হচ্ছে, শুক্রবার দুপুরে দিল্লি যাওয়ার আগে এই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেছেন, 'আমি নীতি আয়োগের বৈঠকে বাংলার সঙ্গে যে রাজনৈতিক বৈষম্য করা হচ্ছে তার প্রতিবাদ করব। তাঁদের মন্ত্রী ও বিজেপি নেতাদের মনোভাব এমন যে তাঁরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়। আর্থিক বঞ্চনার পাশাপাশি তারা ভৌগলিক বঞ্চনাও আরোপ করতে চায়। ঝাড়খণ্ড, বিহার ও বাংলাকে ভাগ করার জন্য বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন বক্তব্য করছেন। আমরা এর নিন্দা জানাই। আমরা আমাদের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করতে চাই এবং আমি সেখানে উপস্থিত থাকব।'শনিবার দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে, সেই বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক দিকে 'আর্থিক বঞ্চনা' আর অন্য দিকে 'বাংলা ভাগের' চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মমতা নিজেই জানালেন, প্রতিবাদ জানাতেই তিনি নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী এ-ও জানালেন, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও নীতি আয়োগের বৈঠকে থাকতে পারেন। মমতার কথায়, 'বৈঠকে থাকব কিছু ক্ষণ। কিছু বলতে দিলে বলব। আর না হলে প্রতিবাদ করব। বাংলার হয়ে কথা বলব। আমি যতদূর জানি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও থাকবেন। দু'জন মিলে প্রতিবাদ করব।''

বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন বিজেপির

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.) : শুক্রবার বাদল অধিবেশনের পঞ্চম দিনে প্রথমার্ধের প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হতেই বিরোধী দল বিজেপির তরফে এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করে বিজেপি। বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ তা পাঠ করেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী—সহ বিশাল লামা, তাপসী মন্ডল, মধুসূদন বাগ, জোয়েল মুর্মু প্রমুখ এই প্রস্তাবের সমর্থনে সই করেছেন। উল্লেখ্য, ৩ জুলাই কলকাতার মহানাগরিক তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম এক বিতর্কিত মন্তব্য করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা দূরে থাক, এ নিয়ে জলঘোলা অব্যাহত। যদিও অধ্যক্ষ তাদের ওই দাবি খারিজ করেছেন। এরই প্রতিবাদে সরব হন। সকলের হাতে ধরা ছিল শ্রীমৎ ভাগবতগীতা। প্রতীকী প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি তাদের দাবি অবিলম্বে ওই বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় জানান, এই বিষয়ে আলোচনার জন্য সভায় সময় বরাদ্দ করা সম্ভব নয়। হইচই বাঁধে তাতে। স্লোগান শুরু করে চিৎকার চেঁচামেচি চলতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াকআউট করে বিজেপির সমস্ত সদস্যরা। লবি পেরিয়ে সটান বিধানসভার দক্ষিণ গেটে পৌঁছে যান তাঁরা সকলে। বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী এর নেতৃত্বে ছিলেন। সেখানে বিক্ষোভকারীদের দাবির স্বপক্ষে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, অবিলম্বে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে ওই বক্তব্যের জন্য পদত্যাগ করতে হবে। তা না হলে বিরোধী দল বিজেপির তরফে বয়কট চলবে।

মমতাই দেশের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নেত্রী, প্রশংসায় পঞ্চমুখ শত্রুঘ্ন সিনহা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দেশের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নেত্রী। দলনেত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রবীণ অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। শুক্রবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের অন্যতম জনপ্রিয় নেত্রী। তিনি নীতি আয়োগ বৈঠকে নিজের আওয়াজ তুলবেন। অনেক নৃশংস ঘটনা ঘটেছে।'কেন্দ্রীয় বাজেটে বঞ্চনার অভিযোগ এনে বিহারীবাবু বলেছেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে জোটের অংশীদারদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে...পঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো বিভিন্ন রাজ্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে...পশ্চিমবঙ্গকে কোনও টাকা দেওয়া হয়নি...''কুর্সি বাঁচাও বাজেট''।'

গিরিশ পার্ক এলাকার একটি বাড়িতে আগুন, হতাহতের খবর নেই

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.): কলকাতার গিরিশ পার্ক এলাকার রাম দুলাল সরকার স্ট্রিটে আগুন লাগল একটি বাড়িতে। শুক্রবার সকালে সেখানকার একটি বাড়িতে আগুন লাগে। দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা নাগাদ ওই বাড়িতে আগুন লাগে। তবে ৪৫ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহাতের কোনও খবর নেই। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে বাড়িটিতে আগুন লাগে। খবর পেতেই ৫টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে। আগুনে একজন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন বলেও জানা যাচ্ছে।

পুরুলিয়ায় দুর্ঘটনার কবলে চাল ভর্তি লরি, আহত চালক হাসপাতালে ভর্তি

পুরুলিয়া, ২৬ জুলাই (হি.স.): পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল চাল ভর্তি একটি লরি। শুক্রবার সকালে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের রঘুনাথপুর নতুন বাসস্ট্যান্ডের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, চাল ভর্তি লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি সেতুর কাছে উল্টে যায়।

কাজের সন্ধান

মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশদের জন্য নেভিতে ৭৪১ তরুন-তরুনীর চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ইন্ডিয়ান নেভিতে চার্জম্যান, ফায়ারম্যান, ড্রাইভার, ট্রেডসম্যান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে ইনসেট অর্থাৎ ইন্ডিয়ান নেভি সিভিলিয়ান এন্ট্রান্স টেস্ট-এর মাধ্যমে তরুন-তরুনী গ্রুপ-বি, গ্রুপ-সি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কোনও রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কোটা না থাকলেও সামগ্রিক হিসেবে ৭৪১ জন তরুন-তরুণী নিয়োগ করা হবে। মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু। তবে ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবেন। প্রার্থিবাছাই করবেন ভারতীয় নৌ-বাহিনীর নির্দিষ্ট রিক্রুটমেন্ট সেল। ন্যাভাল সিভিলিয়ান স্টাফ রিক্রুটমেন্ট স্কিমের অধীনে ইনসেট ০১/২০২৪ রিক্রুটমেন্ট টেস্টের মাধ্যমে।

ইন্ডিয়ান নেভিতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণরা ০২-০৮-২০২৪-এর হিসেবে ১৮-৩০ বছরের মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে ভিন্ন ভিন্ন পদের ক্ষেত্রে তা ভিন্নতর। শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদি বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। এঁদের ক্ষেত্রে নিয়োগ হবে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ইনসেট ০১/২০২৪ পরীক্ষার মাধ্যমে। ট্রেনিং শুরু হবে চলতি ২০২৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল টেস্টের ভিত্তিতে। ৯০ মিনিট বা দেড় ঘন্টার কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং অথবা কলকাতায় হতে পারে। তবে দরখাস্তের সময়ে আরও বিস্তারিত জেনে নেবেন। পরীক্ষা নেওয়া হবে আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বরে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে নির্ধারিত ফি পেমেন্ট করবেন বিজ্ঞপ্তিতে বলা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, আপলোড করা এবং রেজিস্ট্রেশন করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ের এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

শূন্যপদগুলো হলো, ক্রমিক নং (এ) চার্জম্যান, গ্রুপ-এ ঃ মোট শূন্যপদ ৩৫টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৯টি, এসসি - ৪টি, এসটি - ৪টি, ওবিসি - ৬টি, ইডব্লিওএস - ২টি সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ৪টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (বি) ফায়ারম্যান, গ্রুপ-বি ঃ মোট শূন্যপদ ৪৪৪টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৯৪টি, এসসি - ৬৩টি, এসটি - ৩৩টি, ওবিসি - ১১২টি, ইডব্লিওএস - ৪২টি সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ৪২টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ১৫টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (সি) ফায়ার ইঞ্জিন ড্রাইভার, গ্রুপ-সি ঃ মোট শূন্যপদ ৫৮টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৮টি, এসসি - ৭টি, এসটি - ৪টি, ওবিসি - ১৪টি, ইডব্লিওএস - ৫টি সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (ডি) ট্রেডসম্যান মেট, গ্রুপ-সি ঃ মোট শূন্যপদ ১৬১টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৭৪টি, এসসি - ২৪টি, এসটি - ১০টি, ওবিসি - ৩৯টি, ইডব্লিওএস - ১৪টি সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ১৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৮টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (ই) পেস্ট কন্ট্রোল ওয়ার্কার, গ্রুপ-সি ঃ মোট শূন্যপদ ১৮টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০টি, এসসি - ২টি, ওবিসি - ৫টি, ইডব্লিওএস - ১টি সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ১টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (এফ) কুক, গ্রুপ-সি ঃ মোট শূন্যপদ ৯টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫টি, এসসি - ৩টি, ওবিসি - ১টি, ইডব্লিওএস - ১টি সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ১টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (জি) মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, গ্রুপ-সি ঃ মোট শূন্যপদ ১৬টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১১টি, এসসি - ১টি, এসটি - ১টি, ওবিসি - ১টি, ইডব্লিওএস - ২টি সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ২টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা, মূল মাইনে ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **মাল্টি টাস্কিং স্টাফ বা এম.টি.এস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮,৩২৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **আইটিআই ট্রেনি, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান নেভিতে **চার্জম্যান, ফায়ারম্যান, ড্রাইভার, ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে ব্যাঙ্কে **ক্লার্ক, সিপাই** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় **এক্সিকিউটিভ, নন-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **মেডিক্যাল অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ডাক বিভাগে **গ্রামীণ ডাক সেবক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৪,২২৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * আইটিবিপি-তে **হেড কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২২-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মাল্টি টাস্কিং স্টাফ বা এম.টি.এস (কেন্দ্রীয় সরকার),**
শূন্যপদ ঃ ৮,৩২৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **আইটিআই ট্রেনি, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ৩০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **চার্জম্যান, ফায়ারম্যান, ড্রাইভার, ট্রেডসম্যান (নেভি)**
শূন্যপদ ঃ ৭৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, সিপাই (বহিঃরাজ্যে ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ, নন-এক্সিকিউটিভ (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মেডিক্যাল অফিসার (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্রামীণ ডাক সেবক (ডাক বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ৪৪,২২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেড কনস্টেবল (আইটিবিপি),**
শূন্যপদ ঃ ১১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২২-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নার্স, স্টাইপেন্ডারি ট্রেনি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, বিএসসি নার্সিং পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর, ওভারম্যান (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১০৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, পিজি, সিএ পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি (সেনাবাহিনী),**
শূন্যপদ ঃ ৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে আবেদন, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ মাধ্যমিক পাশদের থেকে ৪৪ হাজার জিডিএস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ভারতীয় ডাকবিভাগে জিডিএস বা গ্রামীণ ডাক সেবক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৫ আগস্ট। সারা দেশ জুড়েই ভারতীয় ডাকবিভাগের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার নির্দিষ্ট ডিভিশন আগরতলা ও ধর্মনগরের জন্যও নিয়োগ হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন ডাকঘরের জন্য গ্রামীণ ডাক সেবক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত মাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটার জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (এসসি/এসটি - ৪৫ বছর, ওবিসি - ৪৩ বছর, শাঃপ্রঃ - ৫০ বছর), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৫ আগস্ট। মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই।

মূল কথা হলো — সারা দেশ জুড়ে গ্রামীণ ডাক সেবক ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদে, গ্রামীণ ডাক সেবক মেল ডেলিভার পদে, গ্রামীণ ডাক সেবক মেল কেরিয়ার পদে সব মিলে মোট ৪৪,২২৮ জন গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ করবে ভারতীয় ডাকবিভাগের সব কটি সার্কেলের বিশেষ করে সমস্ত ডিভিশনে। মোট ৪৪,২২৮টি শূন্যপদগুলোর মধ্যে অবশ্যই অসংরক্ষিত কোটা যেমন রয়েছে, তেমনি এসসি, এসটি এবং ওবিসি'র জন্যও নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা রয়েছে। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। সামগ্রিক হিসেবে পূর্বোত্তর সার্কেলের জন্য মোট শূন্যপদ ২২৫৫টি। তবে মোট শূন্যপদ ৪৪,২২৮টির মধ্যে ১৯,৮৬২টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৫৯৪১টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৪৮৯২টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ৮০২৪টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৪৩৩০টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ১১৭৯টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য কোনও রকম লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে না। প্রাথমিকভাবে প্রার্থীবাছাই হবে মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। এরপর হবে যাবতীয় নথিপত্র যাচাই। যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। সাথে কোনও স্বীকৃত কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের অন্তত ২ মাস মেয়াদের সার্টিফিকেটধারী হলে অগ্রাধিকার পাবেন। উচ্চতর যোগ্যতার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন, তবে উচ্চতর যোগ্যতার প্রার্থীরা কোনও বাড়তি সুবিধা পাবেন না। বয়স হতে হবে ০৫-০৮-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। এসসি/ এসটিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদের বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ কোন্ পোস্ট অফিসের অধীনে কতজন নিয়োগ করা হবে তার বিশদ তালিকা পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। আবেদন করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটের লগঅন্ করে ৫ আগস্টের মধ্যে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের ফি জমা করার জন্য রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করে রাখার পাশাপাশি নিয়োগ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে আবেদন করার আগে প্রার্থীর একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে নিজের ছবি (৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও স্বাক্ষর (৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) স্ক্যান করে রাখবেন। একইভাবে বেশ কিছু ডকুমেন্টস এবং সার্টিফিকেটসও স্ক্যান করে তৈরি রাখতে হবে, পরে সেগুলো আপলোড করতে হবে, দরখাস্ত সাবমিট করার সময়। দরখাস্তের ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা প্রদান করতে হবে। এই ফি প্রদান করার অনেক রকম উপায় রয়েছে। প্রয়োজনে ক্রেডিট কার্ড, ডেভিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমেও ফি জমা দিতে পারেন। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থী ও মহিলাদের এই দরখাস্তের ফি-তে ছাড় রয়েছে। তবে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, সার্টিফিকেটস্ স্ক্যান করে আপলোড করা এবং রেজিস্ট্রেশন করানোর যাবতীয় খরচ সকল প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি জমা দেওয়ার আগে এবং পরে যাবতীয় তথ্য দেখে নেবেন। এবার অনলাইনে গিয়ে সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করে সাবমিট করে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। সেটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে প্রয়োজন হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএসটিটি/ ১৭-০৩/ ২০২৪/ জিডিএস। তারিখ ১২.০৭.২০২৪।

স্টেট ব্যাঙ্কে ১০৪০ জন স্পেশালিস্ট অফিসার অনলাইনে আবেদনের পর সাক্ষাৎকারে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বা এসবিআই-তে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক, পিজি, সিএ ... পাশ, বয়স ঃ ২৩-৩৫ বছর, কিছু পদের ক্ষেত্রে ২৬-৪২ বছর। (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ আগস্ট। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অথবা ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে স্পেশালিস্ট অফিসারপদে ১০৪০ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৪-২০২৪-এর হিসেবে ২৩ থেকে ৩৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। কিছু পদের ক্ষেত্রে ২৬-৪২ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১০৪০-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২১১টি, এসটি'র জন্য ১২৯টি, ওবিসি'র জন্য ২৭০টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ৮২টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৪৮টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৮৯টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন, বয়সের উর্ধ্বসীমা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, এঁদের ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। বিই/ বিটেক / এমবিএ/ সিএ পাশদেরও রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। অনলাইনে পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই কেবলমাত্র ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে অনলাইন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৮ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৮ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ এসসিও/ ২০২৪-২৫/০৯। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে "Strengthening Medical Certification of Cause of Death in Hospitals" এর উপর একদিনের কর্মশালা

আজ ২৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড জিবিপি হাসপাতালে কলেজের চতুর্থ তলায় লেকচার হলে "Strengthening Medical Certification of Cause of Death in Hospitals" এর উপর একদিনের এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় চিকিৎসকদের সিআরএস পোর্টালে এমসিসিডি নিবন্ধন পদ্ধতি (জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্তকরণ) প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেন মুখ্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আধিকারিক তথা ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) সঞ্জীব কুমার দেববর্মা। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ) অনুপ কুমার সাহা, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিটেনডেন্ট ডাঃ শংকর চক্রবর্তী এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড জিবিপি হাসপাতালের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ সুব্রত বৈদ্য প্রমুখ। প্রথমেই এই কর্মশালা সিআরএস এমসিসিডি প্রক্রিয়ায় এমসিসিডি এর আইনি ভিত্তি এবং সিআরএস এমসিসিডি প্রক্রিয়ায় জন্ম ও মৃত্যু নাম নথিভুক্তকরণ পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন আদমসুমারী কার্যক্রম (সেন্সাস অপারেশন) এর যুগ্ম অধিকর্তা শ্রী পি. এন চৌধুরী। জনস্বাস্থ্যে মৃত্যুর কারণ ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড জিবিপি হাসপাতালের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ সুব্রত বৈদ্য। তিনি মৃত্যুর উৎসগুলির তথ্য উপস্থাপন করে মৃত্যুর শংসাপত্র প্রদানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে কর্মরত চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। এমসিসিডি ফর্ম পূরণ করা এবং ফর্ম পূরণে কি কি ভুলভ্রান্তিগুলি হয় এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে ব্যাখ্যা করেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ তরঙ্গ রিয়াং এবং কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ সমর্পিতা দত্ত। এছাড়াও এই কর্মশালায় ICMR-NCDIR এর সায়েন্সটিস্ট ডাঃ সুকন্যা আর, যে কোনও ঘটনার কিভাবে ক্রম লিখতে হয়, মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ এবং কিভাবে মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করা হয়েছে ইত্যাদির সঠিক নির্দেশিকাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তাছাড়া তিনি বক্তব্যে মৃত্যুর কোডিং নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাছাড়াও এই কর্মশালায় ICMR-NCDIR এর সায়েন্সটিস্ট ডাঃ মধুসূদন এমসিসিডি অডিটের কাঠামো এবং হাসপাতালগুলিতে অডিটের কার্য সম্পাদনে যন্ত্র ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

ময়নাগুড়িতে মৃত কর্মীর বাড়িতে কংগ্রেস প্রতিনিধি দল, পাশে থাকার আশ্বাস

জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই (হি.স.): জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে মৃত কংগ্রেস কর্মী মানিক রায়ের বাড়িতে গেল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। বালি তোলার প্রতিবাদ করায় তাঁকে খুন হতে হয় বলে অভিযোগ কংগ্রেস নেতাদের। উল্লেখ্য, মানিকের বাড়ির পিছনে জর্দা নদীর পাশে এখনও ডাঁই হয়ে পড়ে রয়েছে বালি, পাথর। অবৈধভাবে বালি তোলার প্রতিবাদ করাতেই স্বামীর এই পরিণতি, দাবি মানিকের স্ত্রী স্বপ্না রায়ের। বর্তমানে তিনি ভাসুরের বাড়িতে রয়েছেন। মৃতের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মানিকের দাদার বাড়ি। দুই ছেলেকে নিয়ে সেখানেই উঠেছেন মৃতের স্ত্রী স্বপ্না। শুক্রবার মৃত কংগ্রেস কর্মী মানিক রায়ের বাড়িতে যায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। সাহায্যের আশ্বাস ও পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তাঁরা।

রাজগঞ্জে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ

জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুটিমারিতে বাঁশঝাড় থেকে এক কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে।

নিহতের নাম জয়ন্তী রাই বলে জানা গেছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলে পড়ার সময় এক যুবকের প্রেমে পড়ে মেয়েটি। বিষয়টি পরিবারের লোকজন জানতে পেরে ওই যুবকের সাথে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নভেম্বর মাসে বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয়েছিল। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। শুক্রববার সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর জয়ন্তী হাঁটতে বের হয়।

পরে বাড়ির পেছনে বাঁশের ঝোপ থেকে তার দেহ ঝুলতে দেখা যায়। ঘটনার পর জয়ন্তীকে গাছ থেকে নামিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মেয়ের এই পদক্ষেপে হতবাক পরিবারের সদস্যরা। তদন্ত শুরু করেছে রাজগঞ্জ থানা পুলিশ।

রাজ্যপাল সম্পর্কে মানহানিকর নয় এমন মন্তব্য করতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী, নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যপাল সম্পর্কে মানহানিকর নয় এমন মন্তব্য করতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ চার তৃণমূল নেতা। রাজ্যপালের করা মানহানির মামলায় এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

আদালত এও বলেছে যে, 'মন্তব্য করার সময় মনে রাখতে হবে, সেটা যেন মানহানির যে সংজ্ঞা আছে বা মানহানি সম্পর্কিত যে আইন আছে তাকে লঙ্ঘন না করে।' এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলা ফেরত গেল সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে। প্রথমে সিঙ্গল বেঞ্চে মামলা চলছিল। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দিয়েছিলেন, আগামী ১৪ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোনও সম্মানহানিকর মন্তব্য করতে পারবেন না মুখ্যমন্ত্রী সহ মোট চারজন তৃণমূল নেতা। এই মর্মে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেন তিনি। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক রেয়াত হোসেন ও তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। আবেদনে বক্তব্য ছিল, এই নির্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, 'একজন মানুষের মর্যাদা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং পবিত্র বিষয়। সেটা রক্ষা করার জন্য আইনে সংস্থান রয়েছে।' আরও বলা হয়েছে যে, 'মানুষের বাকস্বাধীনতা খর্ব করা যায় না। যদিও এই বাকস্বাধীনতার কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সত্যি জানার অধিকার সবার আছে। তবে এই সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বা উচ্চপদে থাকা ব্যক্তিদের অনেক বেশি দায়িত্বশীল থাকতে হয়।' প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে নবান্ন সভাঘর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন তাঁর কাছে মহিলাদের অভিযোগ আসছে। মহিলারা বলছেন যে তাঁরা রাজভবনে যেতে ভয় পাচ্ছেন। এরপরই মানহানির মামলা করেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

ভারতীয় সেনাদের কার্গিল বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাজ্যসভায়

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : ১৯৯৯ সালের ২৬ জুলাই পাক সেনাকে পরাজিত করে কার্গিলে ইতিহাস তৈরি করেছিল ভারতীয় সেনা। শুক্রবার সেই কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫ বছর পূর্তি। সেই দিনটিকে স্মরণ করে শুক্রবার গোটা দেশে পালিত হচ্ছে ঐতিহাসিক কার্গিল বিজয় দিবস। রাজ্যসভাতেও বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হলো। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় বলেন, দেশে কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫ বছর উদযাপন হচ্ছে। তিনি বলেন, বাহিনীর দৃঢ় সংকল্প এবং দেশের প্রতি প্রতিশ্রুতিকে কুর্নিশ জানায় এই সভা। অদম্য সাহসিকতার দ্বারা প্রতিকূল আবহাওয়া এবং কার্গিলের প্রতিকূল ভূমিতেও শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল ভারতীয় সেনা।উল্লেখ্য, কার্গিল যুদ্ধে শহিদ সেনাদের শ্রদ্ধা জানাতে এদিন দ্রাসে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালেই লাদাখের দ্রাসে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে পৌঁছনোর পর কার্গিল যুদ্ধে শহিদ বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-ও।

কার্গিল বিজয় দিবস : বীর সেনানীদের শৌর্য্যকে স্মরণ অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বীর সেনানীদের শৌর্য্যকে স্মরণ করেছেন। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লেখেন, হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে যে ভাবে সেনা জওয়ানরা বীরত্বের প্রদর্শন করে শত্রুপক্ষকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছিল তার জন্য দেশ কৃতজ্ঞ। দেশবাসী তাদের আত্মবলিদান ও সাহসের কথা কোনও দিন ভুলবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের গর্ব। কার্গিল যুদ্ধে গোটা দেশ একজোট হয়ে সেদিন সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেই সংহতি ও শৌর্য্যের কথা স্মরণ করে প্রতি বছর ২৬ জুলাই দিনটি পালন করা হয় "কার্গিল বিজয় দিবস" হিসেবে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীর যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানায় গোটা দেশ।

চা বাগান সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের নেই : মলয় ঘটক

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.) : চা বাগান সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের নেই। শুক্রবার বিধানসভায় এমনটাই জানালেন শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক। তিনি জানিয়েছেন, চা বাগানের সমস্ত আইন কেন্দ্রীয় আইন। একইসঙ্গে মন্ত্রী বলেছেন, এই মুহূর্তে আইনি জটিলতার কারণে রাজ্যের ১০টি চা বাগান বন্ধ রয়েছে।উল্লেখ্য, চা বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও কঠোর আইন না থাকার সুযোগ নিয়ে তারা যখন তখন বাগান বন্ধ করে পালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারের তরফে তাদের নোটিশ দিয়েও সন্ধান মিলছে না এবং আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া যাচ্ছে না বলে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক শুক্রবার বিধানসভায় জানিয়েছেন। বিজেপি সদস্য বিশাল লামার এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রম মন্ত্রী জানান, চা বাগান সংক্রান্ত কোনও আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের নেই। চা বাগানের সমস্ত আইন কেন্দ্রীয় আইন। চা পর্ষদের বিধিতেও চা বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও বিধান নেই। আগে সাময়িক নিষ্পত্তি সংক্রান্ত একটি বিধান থাকলেও তা এখন তুলে দেওয়া হয়েছে।

কার্গিল বিজয় দিবসে সেনাদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ কলরাজ মিশ্রর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): ১৯৯৯ সালের ২৬ জুলাই পাক সেনাকে পরাজিত করে কার্গিলে ইতিহাস তৈরি করেছিল ভারতীয় সেনা। শুক্রবার সেই কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫ বছর পূর্তি। সেই দিনটিকে স্মরণ করে শুক্রবার গোটা দেশে পালিত হচ্ছে ঐতিহাসিক কার্গিল বিজয় দিবস। রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রও শ্রদ্ধা জানালেন জওয়ানদের। তিনি বলেছেন, 'কার্গিল বিজয় দিবস প্রতি বছরই পালিত হয়। আমাদের সেনাবাহিনী যেভাবে তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল এবং শত্রুদের পরাজিত করেছিল তা প্রশংসনীয়। আমি এই বীর সৈনিকদের নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানাই।

উল্লেখ্য, কার্গিল যুদ্ধে শহিদ সেনাদের শ্রদ্ধা জানাতে এদিন দ্রাসে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালেই লাদাখের দ্রাসে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে পৌঁছনোর পর কার্গিল যুদ্ধে শহিদ বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-ও।

সিসোদিয়ার হাজতবাস ফের বাড়ল, ৩১ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতে কে কবিতাও

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়ার হাজতবাসের মেয়াদ ফের বাড়ল। সিসোদিয়াকে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে (জেল হেফাজত) পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। এছাড়াও বিআরএস নেত্রী কে কবিতার জেল হেফাজতের মেয়াদও ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শুক্রবার দু'জনকে তিহাড় জেল থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আদালতে পেশ করা হয়। আদালত এদিন দু'জনকেই আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে (জেল হেফাজত) পাঠিয়েছে। পাশাপাশি কে কবিতার বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই।

মেদিনীপুরে উচ্ছেদ বিতর্ক : অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের পথ অবরোধ, পাল্টা প্রতিবাদ

মেদিনীপুর, ২৬ জুলাই (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই সরকারি জমি দখল করে গজিয়ে ওঠা দোকান উচ্ছেদের পথে হাঁটে মেদিনীপুর পুরসভা। কিন্তু তার কিছুদিন পরই যে কে সেই। শুক্রবার ফের মেদিনীপুর কলেজ রোডের দখল নিতে শুরু করে দোকানগুলি। এর প্রতিবাদে পথে নামেন মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বেশ কিছুক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। খবর পেয়ে আসে পুলিশ। এরপর দোকানগুলি সরানোর আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। কিন্তু দোকানগুলি সরাতে গেলে ফের বচসার সূত্রপাত।

দুর্য্যোগ মোকাবিলায় ২৪টি বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে : জাভেদ আহমেদ খান

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ মোকাবিলায় রাজ্যে নতুন ২৪টি বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এর মধ্যে পাঁচটির নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে বলে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান জানিয়েছেন। বিধানসভায় শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য সুকান্ত কুমার পালের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৪৩০ টি ফ্লাড সেন্টার রয়েছে। আধুনিক বহুমুখী সাইক্লোন সেন্টারের সংখ্যা ২২১টি। রাজ্যের তিন ঘূর্ণিঝড় প্রবণ উপকূলীয় জেলায় ওই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হয়েছে।বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২২১টি নতুন বহুমুখী সাইক্লোন সেন্টারের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় ৬৩টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১১৫টি এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ৪৩টি গড়ে তোলা হয়েছে। নতুন যে ২৪ টি সাইক্লোন সেন্টার তৈরি করা হবে তার মধ্যে চারটি উত্তর ২৪ পরগনায়, ১৫টি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এবং পাঁচটি পূর্ব মেদিনীপুরে গড়ে উঠবে। এই জন্য আনুমানিক খরচের পরিমাণ সাড়ে চার কোটি টাকা।

অবৈধভাবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা, আটক এক

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের রায়গঞ্জ সেক্টরের অধীন ৬১ ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) হিলির সীমান্তরক্ষীরা অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে। ধৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম মোহাম্মদ হাফিজুল। তিনি বিহারের বাসিন্দা। শুক্রবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। তথ্য মতে, মোহাম্মদ হাফিজুল বেড়িবাঁধ প্যাচ দিয়ে অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে সীমান্ত অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় তাকে আটক করা হয়। তল্লাশি করে তার কাছ থেকে ৫,৬০০ টাকা ও ২,০০০ বাংলাদেশী টাকা উদ্ধার করা হয়। বাজেয়াপ্ত সামগ্রী সহ ধৃত ভারতীয় নাগরিককে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হিলি থানায় হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

গঙ্গারামপুরে বিস্ফোরণে উড়ল ঘরের টিনের চাল, আতঙ্ক এলাকায়

গঙ্গারামপুর, ২৬ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার ঠ্যাঙাপাড়া ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে হঠাৎই বিস্ফোরণে উড়ল ঘরের টিনের চাল। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। ঠ্যাঙাপাড়া জাতীয় সড়কে পাশে লক্ষ্মীমন্দির কমিটির কার্যালয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার হঠাৎই ওই কার্যালয়ে বিকট শব্দ হয়। কেঁপে উঠে এলাকা। দেখা যায়, কার্যালয়ের টিনের চাল উড়ে গিয়েছে। শব্দ শুনে এলাকার লোকজন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তুমুল হইচই শুরু হয়। জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের জেরে কার্যালয়ে থাকা আলমারি সহ অন্যান্য আসবাবপত্রগুলি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র সহ পুলিশকর্মীরা। পৌঁছোন দমকলকর্মীরাও। ওই কার্যালয়ে বোমা মজুত রাখা ছিল বলে মনে করছেন বাসিন্দাদের একাংশ। ঘটনায় চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সুলতানপুরে চর্মকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের পর শুক্রবার উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরে গেলেন রাহুল গান্ধী। এদিন সুলতানপুরে হাজির হয়ে পেশায় এক চর্মকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাহুল। প্রৌঢ় চর্মকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর খোঁজখবর নেন তিনি। ওই চর্মকারের সঙ্গে রাহুল গান্ধীকে খোশ গল্প করতেও দেখা যায়।

উল্লেখ্য, মানহানির একটি মামলায় শুক্রবার উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর আদালতে নিজের বয়ান রেকর্ড করাতে যান কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

মেদিনীপুরে উচ্ছেদ বিতর্ক : অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের পথ অবরোধ, পাল্টা প্রতিবাদ

মেদিনীপুর, ২৬ জুলাই (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই সরকারি জমি দখল করে গজিয়ে ওঠা দোকান উচ্ছেদের পথে হাঁটে মেদিনীপুর পুরসভা। কিন্তু তার কিছুদিন পরই যে কে সেই। শুক্রবার ফের মেদিনীপুর কলেজ রোডের দখল নিতে শুরু করে দোকানগুলি। এর প্রতিবাদে পথে নামেন মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বেশ কিছুক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। খবর পেয়ে আসে পুলিশ। এরপর দোকানগুলি সরানোর আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। কিন্তু দোকানগুলি সরাতে গেলে ফের বচসার সূত্রপাত। পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে ফের রাস্তা আটকে প্রতিবাদে সামিল হন দোকানদাররা।

শিলিগুড়িতে ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : শুক্রবার শিলিগুড়ি ডিভিশনের খড়িবাড়ির চককরমারী শ্মশান থেকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম জগদীশ রায়।

সূত্রের খবর, মৃত জগদীশ রাইয়ের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নাম করে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশও তদন্ত শুরু করে। এদিকে শুক্রবার সকালে চককরমারী শ্মশান থেকে অভিযুক্তের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

আটকে রয়েছে একাধিক বিল, ডঃ বোস-সহ দুই রাজ্যপালকে সুপ্রিম নোটিশ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.): একাধিক বিল আটকে রাখার মামলায় এবার দুই রাজ্যের রাজ্যপালকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের রাজ্যপালকে নোটিস ধরিয়েছে শীর্ষ আদালত। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বিল আটকে আছে রাজভবনে। রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস সই করছেন না, তাই সেই বিলগুলি আইন হিসাবে কার্যকরও করা যাচ্ছে না। এই অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

মধ্যপ্রদেশে রাস্তায় জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া পড়ুয়াকে উদ্ধার সাহসী গ্রামবাসীর

ভোপাল, ২৬ জুলাই (হি.স.): বিগত কয়েকদিন ধরে মধ্যপ্রদেশে অব্যাহত প্রবল বৃষ্টি। জলের তলায় চলে গিয়েছে একাধিক এলাকার রাস্তাঘাট। রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে জলের তীব্র স্রোত। এমনকি মধ্যপ্রদেশের খারগন এলাকায় একটি সেতুও ইতিমধ্যেই জলের তলায় চলে গিয়েছে বলে জানা গেছে। শুক্রবার এই খারগন এলাকাতেই অল্পের জন্য জলে তলিয়ে যেতে গিয়ে বাঁচল এক পড়ুয়া। জানা যাচ্ছে, স্থানীয় কোচিং সেন্টার থেকে ফেরার সময় রাস্তায় জলের তোড়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে সে। অনেক চেষ্টা করেও রাস্তার ওপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যাওয়া জল পেরিয়ে সুরক্ষিত জায়গায় যেতে পারছিল না ওই পড়ুয়া। প্রায় জলের স্রোতে ভেসে যাওয়ার সম্ভবনা তৈরি হয়েছিল। শেষমেশ এক গ্রামবাসী ঝুঁকি নিয়েই জলমগ্ন রাস্তায় নেমে উদ্ধার করে ছাত্রীকে। ওই গ্রামবাসীর সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. EE-IED/AGT/19/2024-25

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 05/08/2024 for the following work:-

Sl No	Name of work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME OF COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF BIDDER
1	DNIT No: EE-IED/AGT/46/2024-25	₹ 1,06,323.00	₹ 2,126.00	07 (seven) days	Up to 14.00 Hrs on 02/08/2024	At 15.30 Hrs on 05/08/2024	Office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala: West Tripura	Appropriate Class
2	DNIT No: EE-IED/AGT/47/2024-25	₹ 1,91,798.00	₹ 3,836.00					

Details of the SPNIT can be seen at Internal Electrification Division, Agartala during office hour.

1CA/C/ 1015./24

(DEBASHIS PAUL)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
M: 8837256802

তপশিলী জাতি সংরক্ষিত ৭ নং আসনে বিজেপি - তিপ্রা মথা মনোনিত প্রার্থীর ব্যাপক প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের তপশিলী জাতি সংরক্ষিত ৭ নং আসনে বিজেপি - তিপ্রা মথা মনোনিত প্রার্থী জয়লাল দাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যদিও এই কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছে সিপিআইএম ও কংগ্রেসের। কিন্তু প্রচারে অনেকটাই এগিয়ে জয়লাল দাস। বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে যাচ্ছেন এবং ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন বলে জানান তিনি। প্রচারে গিয়ে তিনি গণদেবতাদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন।
উন্নয়নের নিরিখেই জনগণ বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে তিনি আশাবাদী।জেলা পরিষদের ৭ নম্বর আসনে তিনি বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

ছাত্র বিবাদের ঘটনায় বিদ্যালয় কতৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান এসএফআই এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই:রাজধানী আগরতলা শহরের অন্যতম বনেদী স্কুল উমাকান্ত বাংলা মিডিয়ামে গত ২৪ জুলাই সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র সংগঠন এসএফআই এর তরফ থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে শুক্রবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।উমাকান্ত বাংলা মিডিয়াম একাডেমীতে ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ সহ পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে তৈরী হওয়া বিভিন্ন সমস্যাগুলি দূর করার দাবিতে প্রধানশিক্ষকের নিকট এসএফআই সদর বিভাগীয় কমিটি শুক্রবার ডেপুটেশন প্রদান করেছে।
ডেপুটেশন প্রদান কালে সংগঠনের কর্মকর্তারা উমাকান্ত বাংলা মিডিয়াম একাডেমিতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানানো হয়। কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন।
উল্লেখ্য ইতিমধ্যেই উমাকান্ত স্কুলে সংগঠিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবক ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়।

সুকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জাতীয় শিক্ষানীতি সপ্তাহ পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই:জাতীয় শিক্ষানীতির বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে দিবসটি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে। নলগড়িয়া সংলগ্ন সুকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়ামেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও উদযাপন করা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি সপ্তাহ।
তারই অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার রানীরবাজার নলগড়িয়া সংলগ্ন সুকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পরিদর্শনে যান শিক্ষা দপ্তরের সচিব রেবেল হেমেন্দ্রকুমার এবং অধিকর্তা এনসি শর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।এদিন এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের তৈরি বিভিন্ন জিনিস তুলে ধরা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে সালেমা সুরমা মণ্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে শ্রদ্ধাঞ্জলি রেলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই:শুক্রবার রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কার্গিল বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। বিজেপি দলের তরফ থেকে রাজ্যের প্রতিটি মন্ডল এলাকায় দিবসটি পালন করা হয়। এই উপলক্ষে রেলি সভা ইত্যাদি সহ নানা সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হয়।২৬ শে জুলাই কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে সালেমা সুরমা মণ্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে শ্রদ্ধাঞ্জলি রেলি করা হয়। কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে রেলিটি সালেমা বিজেপি কার্যালয় থেকে শুরু করে সালেমা নাকা পয়েন্ট থেকে সালেমা আরডি ব্লক পর্যন্ত হয় রেলি।রেলিতে উপস্থিত ছিলেন সুরমা মন্ডলের বিধায়িকা স্বপ্নদাস পাল ,সুরমা মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক ননীগোপাল কর , সুরমা মন্ডলের প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি সুনীল রঞ্জন দাস , সোমা মন্ডলের যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিপ্রজিৎ পুরকায়স্থ, যুব মোর্চার কার্যকর্তা অতনু দেবনাথ। রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও এদিন কার্গিল বিজয় দিবস পালনের খবর মিলেছে।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বাইখোড়া বাজার এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ জুলাই:বাইখোড়া বাজারের আবর্জনা এনে জাতীয় সড়কের পাশে ফেলার ফলে অসুবিধার সন্মুখিন হতে হচ্ছে স্থানীয় লোকজনেরা।
ঘটনার বিবরনে জানাযায়, বাইখোড়া বাজারে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পঁচা গলা সমস্ত প্রকারের আবর্জনা সংগ্রহকরে এনে বাইখোড়া বাজারের মোটরস্টেন্ডের পাশ্ববর্তী একটি ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে এনে ফেলাহয়।
প্রকাশ্য দিনেরবেলায় এইভাবে পঁচাগলা আবর্জনা এনে ফেলার ফলে অসুবিধার সন্মুখিন হতেহচ্ছে এলাকার স্থানীয় লোকজনেরা। এলাকাবাসী আজ এক ব্যাক্তিকে আবর্জনে ফেলতে দেখে কার আদেশে এইভাবে জাতীয় সড়কের পাশে আবর্জনা ফেলছে তা জানতে চাইলে ঐ ব্যক্তি প্রথম অবস্থায় জানান মহকুমাশাসকের আদেশক্রমে আবর্জনাগুলো ফেলছে পরবর্তী সময় লোকজনের চাপে পরে ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করে।
সে জানায় স্থানীয় বাজার কমিটি ও নকুল নামে এক ব্যক্তির আদেশক্রমে এই আবর্জনাগুলি এখানে ফেলা হচ্ছে। এখন এলাকার স্থানীয় লোকজনেরা চাইছে দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশ গঠনে ও এলাকার লোকজনের সুবিধার্থে প্রসাশন যেন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

পেলেন না মা

● প্রথম পাতার পর
যায় মাসি এবং মেসো সজল দেবের। মাসতুতো ভাই এবং মাসতুতো বোনের পা কুড়াল দিয়ে কেটে দেয়। এর পর চলে লুঠতরাজ।
ঘরের সমস্ত স্বর্ণালংকার সহ ঘর তৈরির জন্য রাখা তিন লক্ষ টাকাও লুঠ করে নিয়ে যায়। ঘরের বাইরে রাখা দুটি বাইকও ভেঙ্গে ফেলে ওই শিক্ষক ও সাঙ্গপাঙ্গরা। আহত মাসতুতো ছোট বোন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জানায় -গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত সন্দেহ জনক। এলাকাবাসী চাইছেন কলংকিত শিক্ষক দেবব্রত ও তার বাবার বিরুদ্ধে যথাযথ ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

চালুর দাবি

● প্রথম পাতার পর
পরিচিত। এই ওয়ার্ডটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের একটি প্রজেক্টের মাধ্যমে চলছিল আঞ্চলিক জেরিয়াট্রিক সেন্টারটি। এই সেন্টারটি ১৪ অক্টোবর ২০২০ সালের নতুন পরিসরে চালু হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। জিবি হাসপাতালের এই ওয়ার্ডটি বন্ধ হওয়ার কারণে ২৯ জন স্বাস্থ্য কর্মী চাকরিচ্যুত হয়েছে। কর্মচ্যুত ওইসব স্বাস্থ্যকর্মীরা অবিলম্বে প্রবীনদের জন্য জিবি হাসপাতালে এই ওয়ার্ডটি পুনরায় চালু করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন। এব্যাপারে তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

স্কুল পড়ুয়া

● প্রথম পাতার পর
গাড়ি এসে বাইকটিকে ধাক্কা দেয়। আর এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে স্কুল পড়ুয়া সহ বাইক চালক। যদিও দুর্ঘটনার পরেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় মারুতি গাড়ি।
এরপর সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আহত ছাত্র সহ দুজনকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতরা হল প্রসেনজিৎ ভৌমিক, দেবাশীষ দেবনাথ। বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা চলছে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।

গিরিবাসীদের একাংশ

● প্রথম পাতার পর
উপর স্বামী শারীরিক পরিশ্রমে অক্ষম। ফলে এই বয়সে পরিবার চালাতে স্ত্রী সামান্য কিছু জুম চাষ দিয়ে সংসারের ঘানি টানতে হিমশিম খাচ্ছে। আলাপ চারিতায় পরিবারটি জানায় পাহাড়ের সংগৃহিত সামান্য কিছু সব্জি বিক্রি করছেন। কিন্তু তাতেও হচ্ছেনা। চিরাচরিত পোশাক পাছরা তৈরী করে আরও কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য কাজ করে একটা পাছরা তৈরী করতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যায়। তাছাড়া বর্তমান বাজারে সুতার দাম বেড়ে যাওয়ায় একটা পাছরা বাজারে বিক্রি করে বেশী লাভ হয় না। এমতাবস্থায় সরকারিভাবে সহযোগিতা পেলে দুঃখ কষ্ট অনেকটা লাঘব হয় বলেও জানান জুমিয়া বৃদ্ধা।

মেয়র

● প্রথম পাতার পর
শতাংশ এবং রাজ্য সরকারের ১০ শতাংশ অর্থের শেয়ার রয়েছে। তাছাড়াও স্পেশাল এসিস্টেন্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্ট স্কিমে একটি সেলফ প্রোপেল্ড সুইপিং ভ্যাহিকেলস ক্রয় করা হয়েছে। এর মূল্য ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা।

ডা. রাজদীপ

● প্রথম পাতার পর
বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে ত্রিপুরা প্রদেশের নতুন প্রভারী নিযুক্ত করার ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। ইতিমধ্যেই রাজ্য নেতৃবৃন্দ নবনিযুক্ত রাজ্য প্রভারিকে সমাজ মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহাও সামাজিক মাধ্যমে নবনিযুক্ত প্রভারিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

কার্গিল বিজয় দিবস

রাজগঞ্জ, ২৬ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে পালিত হল কার্গিল বিজয় দিবস।শুক্রবার ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনে কেন্দ্রীয় সঞ্চার ব্যুরোর জলপাইগুড়ির শাখার উদ্যোগে রাজগঞ্জের মগড়াডাঙ্গী সুকান্ত পাঠাগারে ক্লাব প্রাঙ্গণে এই দিনটি পালন করা হয়।কার্গিল যুদ্ধে শহীদ সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এদিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ, দেশাত্মবোধক গান সহ নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।কচি কাঁচা থেকে শুরু করে সকলেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

নিশিকান্ত দুবের প্রস্তাবকে সমর্থন মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষের

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.) : এবার নিশিকান্ত দুবের প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক। মালদা, মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আওতায় আনার দাবি গৌরীশঙ্কর ঘোষের। ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি পাঠিয়েছিলেন গৌরীশঙ্কর। এবার এই একই দাবি নিশিকান্ত দুবে লোকসভায় তোলায় তাঁর দাবিই মান্যতা পেল বলে মনে করছেন গৌরীশঙ্কর।
উল্লেখ্য, মালদা, মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বিহারের কিষাণগঞ্জ, আরারিয়া, কাটিহার, বাংলা-বিহারের এই ৫ জেলা নিয়ে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি করেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। গৌরীশঙ্কর বলেন, এই দাবি অনেক আগেই তুলেছিলাম। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছিলাম, মুর্শিদাবাদ-মালদায় যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটছে, তাতে আগামীদিন দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। যে শক্তি ভারতকে আবারও ভাঙতে চায়, বাংলাদেশ থেকে তারা মুর্শিদাবাদ মালদা হয়ে ভারতে প্রবেশ করছে। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

পূর্ণা নদীতে জলস্তর বেড়ে বন্যা পরিস্থিতি, হাজির বিপর্যয় মোকাবিলা দল

আমেদাবাদ, ২৬ জুলাই (হি.স.): টানা ভারী বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতির সম্মুখীন গুজরাটের একাধিক এলাকা। নভসারি এলাকার পূর্ণা নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে ইতিমধ্যেই নিচু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। শান্তাদেবী অঞ্চলের দেড় হাজারের বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। উদ্ধার অভিযানের জন্য বরোদা থেকে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যদের পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, একটানা তুমুল বৃষ্টিতে গুজরাটের একাধিক গ্রাম বন্যার কবলে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

টিফিনের পরই স্কুল ছুটির রেওয়াজ, সরেজমিনে গিয়ে তাজ্জব সভাধিপতি

বাঁকুড়া, ২৬ জুলাই (হি স) : প্রতিদিনই টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরেই অভিভাবকদের কাছ থেকে এরকম অভিযোগ শুনতে পেয়ে আসছিলেন। শুক্রবার আচমকা স্কুলে হানা দেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনসূয়া রায়। তিনি গিয়ে দেখেন বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের পরেই ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত রয়েছেন দুজন শিক্ষক ১জন শিক্ষক, অপরজন শিক্ষিকা। তাদের সাফাই অতিরিক্ত গরমের কারণে এদিনই ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দেওয়া হয়েছে।অভিভাবকদের দাবি প্রায় প্রতিদিনই মিড ডে মিলের পর ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। সভাধিপতি অনসূয়া রায় এই অভিযোগ পেয়ে সরেজমিনে দেখতে গিয়ে তিনিও তাজ্জব বনে যান। স্কুলটি সভাধিপতির বাড়ি থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে। এদিন দুপুরে আচমকাই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন সভাধিপতি। গিয়ে দেখেন মিড ডে মিল হওয়ার পরেই স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ২ জন শিক্ষক উপস্থিত রয়েছেন। তিনি বিদ্যালয় থেকেই তালডাংরার বিডিও ও তালডাংরার এসআইকে বিষয়টি ফোনে জানান অনসূয়া দেবী। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ধমকের সুরে বলতে শোনা যায় আপনাদের ছেলে মেয়েরা ভালো স্কুলে পড়াশোনা করবে আর এই গ্রামের ছেলে মেয়েরা স্কুলের সময়ে স্কুলে ক্লাস না করে মাঠে-ঘাটে খেলাধুলা করবে এটাই চাইছেন আপনারা।তিনি বলেন, বেশ কিছুদিন যাবত অভিযোগ আসছিল আসনা জুনিয়র হাই স্কুল টিফিনের পর ছুটি হয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ পেতেই স্কুলে এসে দেখা গেল অভিযোগ সত্যি। ২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা বসে রয়েছেন ফ্যান চালিয়ে। এভাবে স্কুল চলতে থাকলে এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে বলে তিনি অভিযোগ করেন। সমস্ত বিষয়টি তিনি বিডিওকে জানিয়েছেন বলে তিনি জানান।বিদ্যালয় টিফিনের পর ছুটি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে শিক্ষিকা দীপান্বিতা দুবের সাফাই, এদিন সকাল থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ ছিল। তাই অতিরিক্ত গরমের কারণে মিড ডে মিলের পর ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিনই টিফিনের পর বিদ্যালয় ছুটি দেওয়ার অভিযোগ ঠিক নয় বলে তিনি জানান। তালডাংরা পূর্বচক্রের এসআই দীপঙ্কর দাস বলেন, অভিযোগ পেয়েছি টিফিনে স্কুল ছুটি হওয়ার। বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডেকে পাঠিয়েছি। তবে আজ মিড ডে মিলের পর বিদ্যালয় ছুটি দেওয়ার বিষয়ে তাকে কিছু জানানো হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।

হিমঘরে থাকা পচা আলু-পেঁয়াজের গন্ধে অতিষ্ঠ, রাস্তা অবরোধ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের

আরামবাগ, ২৬ জুলাই (হি. স.) : হিমঘরের ফেলা রাখা পচা আলু-পেঁয়াজের তীব্র দুর্গন্ধে ঢেকেছে এলাকা। বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি হিমঘর কর্তৃপক্ষের। অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন-পঞ্চায়েতে জানিয়েও হয়নি কোনও কাজ। শেষে বাধ্য হয়ে আন্দোলনের পথে হাঁটলেন এলাকার লোকজন। যোগ দিলেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পড়ুয়ারা। চলল রাস্তা অবরোধ। অবরোধের জেরে কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে আরামবাগ কলকাতা রাজ্য সড়ক।আরামবাগের হরিণখোলায় রয়েছে মোহিনি কোল্ড স্টোরেজ। এলাকার লোকজনের অভিযোগ, হিমঘর থেকে প্রচুর পচা-আলু পেঁয়াজ বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে। দুর্গন্ধে ঢেকেছে এলাকা। বারবার বলার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সে কারণেই এদিন হিমঘরের সামনে স্কুলের পড়ুয়া থেকে অভিভাবকেরা অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন। সঙ্গে তর্কাতর্কিও করতে দেখা যায় এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় হরিনখোলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা তৃণমূল নেতা পার্থ হাজারি। তিনিও কথা বলেন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে। এরইমধ্যে স্টোর ম্যানেজারের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিও শুরু হয়ে যায় এলাকার লোকজনের। শেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

কিশনগঞ্জে ৬৮ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার ৩

কিশনগঞ্জ, ২৬ জুলাই (হি. স.) : ইন্দো-নেপাল সীমান্তের যোগবানী থানা এলাকার কুশমাহা গ্রামের নয়াটোলায় দু'টি বাড়ি থেকে ৬৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। শুক্রবার পুলিশ ও এসএসবি'র যৌথ অভিযানে এই বিপুল পরিমান গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় তিনজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।জানা গেছে, এদিন ভোরে যৌথ বাহিনী প্রথমে নয়াটোলায় স্থানীয় মহম্মদ হারুনের বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে ৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপর হারুন জানায়, পাশের বাড়িতেও আরও ৩৪ কেজি গাঁজা লুকানো আছে। সেখানে হানা দিয়ে বাকি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় মহম্মদ হারুন ছাড়াও মহম্মদ সাব্বির ও মহম্মদ ইরশাদকে গ্রেফতার করা হয়।ফরবেসগঞ্জের ডিএসপি মুকেশ কুমার সাহা জানান, প্রথমে এসএসবি পুলিশকে এই খবর দেয়। জানা গিয়েছে, সীমান্ত সংলগ্ন এই গ্রামটিতে ত্রিপুরা, উত্তরবঙ্গ থেকে উন্নতমানের গাঁজা এনে নেপালে পাচার করা হত। এছাড়া কেনাবেচা করা হত। এদিন আরারিয়া আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে আরারিয়া জেলে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চির কৃতজ্ঞ

● প্রথম পাতার পর
বার বার পাকিস্তানকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান অতীত থেকে শিক্ষা নেয়নি এবং সবসময়ই প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকতে সন্ত্রাস এবং ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী জোরের সঙ্গে বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের জঘন্য উদ্দেশ্য কখনোই পূর্ণ হবে না। যাবতীয় সন্ত্রাসের প্রয়াসকে আমাদের বীর যোদ্ধারা পরাস্ত্র করবেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। প্রধানমন্ত্রী পুণরায় বলেন, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে উন্নয়নের পথে যাবতীয় বাধা ভারত কাটিয়ে উঠবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, আর কিছুদিনের মধ্যেই ৫ আগষ্ট সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের ৫ বছর পূর্ণ হবে। আজকের জম্মু-কাশ্মীর স্বপ্নদর্শী নতুন ভবিষ্যতের কথা বলছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অগ্রগতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে জি-২০ বৈঠক এখানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পর্যটনের প্রসার হচ্ছে, খুলছে সিনেমা হলগুলি এবং সাড়ে তিন দশক পর তাজিয়া শোভাযাত্রা বের হচ্ছে। পৃথিবীর এই স্বর্গ ভূমি দ্রুত শান্তি এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে বলে তিনি জানান।
লাদাখে যেসব উন্নয়নের কাজ হচ্ছে, তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিংকুন লা টানেলের মধ্যে দিয়ে এই কেন্দ্রশাসিত এলাকাটি সারা বছরের জন্য প্রত্যেক মরশুমেই সমগ্র দেশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই টানেলের উন্নয়ন নতুন সম্ভাবনা এবং লাদাখের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দরজা খুলে দেবে এবং লাদাখের জনসাধারণের জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এলাকার চরম আবহাওয়ায় মানুষকে যে কষ্টসঙ্কুল জীবন অতিবাহিত করতে হয়, তা আগামীদিনে অনেক লাঘব হবে যাবে বলে তিনি জানান।
লাদাখের জনসাধারণের প্রতি সরকারের অগ্রাধিকারের দিকটির আলোকপাত করেন প্রধানমন্ত্রী। কোভিড অতিমারির সময় ইরান থেকে কার্গিল এলাকার মানুষদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন যাতে সুনিশ্চিত করা যায়, তা তিনি ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করেছিলেন বলেও জানান। তিনি বলেন, কার্গিলে তাদের ফেরত পাঠানোর আগে জয়সলমীরে একটি কোয়ারেন্টাইন জোনে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল। গত ৫ বছরে লাদাখের জন্য বাজেট বরাদ্দ ৬ গুণ বৃদ্ধি করে ১১০০ কোটি টাকা থেকে ৬ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সড়ক, বিদ্যুৎ, জল, শিক্ষা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, কর্মসংস্থান প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লাদাখ রূপান্তর প্রত্যক্ষ করছে এবং এই প্রথম সর্বাত্মক উন্নয়নের প্রয়োগ দেখছে এই এলাকা।
জল জীবন মিশনের আওতায় লাদাখের ৯০ শতাংশ বাড়িতে পরিশ্রুত পাণীয় জল পৌঁছেছে। লাখাখের তরুণ-তরুণীদের উন্নত উচ্চশিক্ষায় সিন্ধু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। সমগ্র লাদাখ এলাকায় ফোর-জি নেটওয়ার্ট গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়াও ১ নম্বর জাতীয় সড়ক সবসময়ের আবহাওয়ার উপযোগী যোগাযোগ গড়ে তুলতে ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ জোজিলা টানেলের কাজও এগিয়ে চলেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। নব ভারতের দিশা এবং সক্ষমতাকে ফুটিয়ে তুলতে শিলা টানেল সহ ৩৩০ টিরও বেশি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করেছে সীমান্ত সড়ক সংগঠন। সামরিক প্রযুক্তির আধুনিকীকরণে গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতেও প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকীকরণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যদিও গত ১০ বছরে প্রতিরক্ষা সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যাতে করে আমাদের বাহিনী আরও বেশি সক্ষম ও স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সামরিক সরঞ্জামের বেশিরভাগ অংশই ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি থেকে কেনা হয়। প্রতিরক্ষা গবেষণা উন্নয়ন বাজেটে এক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ সরঞ্জাম কেনার সংস্থান রাখা হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে। তিনি বলেন, এরফলে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাপিয়ে গেছে এবং ভারত অতীতের সামরিক অস্ত্র আমদানিকারী দেশের তকমা ঘুচিয়ে বর্তমানে সামরিক অস্ত্র রফতানিকারী দেশ হিসেবে নিজেদের সাক্ষর রাখছে। প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামের আমদানিকে আমাদের বাহিনী বন্ধ করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অগ্নিপথ প্রকল্প এরকমই একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কারের দিক। বিশ্ব গড় বয়ঃসীমার থেকে ভারতীয় জওয়ানদের বয়ঃসীমা বেশি হওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার দিকটি অতীতে উপেক্ষিত ছিল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অগ্নিপথ প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়টির সমাধানের পথে হাঁটা হয়েছে। তিনি বলেন, অগ্নিপথের উদ্দেশ্যই হল আমাদের বাহিনীকে তারুণ্যে ভরপুর এবং সবসময়ের জন্য যুদ্ধ প্রস্তুত করে গড়ে তোলা। বিমান বাহিনীর আধুনিকীকরণের প্রতি অতীতের অনীহার কঠোর সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অগ্নিপথ প্রকল্প দেশের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং দেশের সক্ষম যুব সম্প্রদায়কো কাজে লাগাতে পারবে। বেসরকারি ক্ষেত্র এবং আধাসামরিক বাহিনীতে অগ্নিবীরদের যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তারও ঘোষণা করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। পেনশনের বোঝার হাত থেকে রক্ষা পেতে অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে আসা হয়েছে, এই জাতীয় প্রচারকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ যাঁরা সৈনিক হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন, ৩০ বছর পর তাঁদের পেনশনের প্রশ্ন দেখা দেব। ফলে, এই প্রকল্পকে কোনোভাবেই পেনশনের বোঝার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হিসেবে দেখা ঠিক নয়। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনী দেশের সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত। রাজনীতির থেকেও তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের যুব সম্প্রদায়কে যারা ভুল পথে চালিত করছেন, অতীতেও তাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। অতীতে সরকার এক পদ এক পেনশনের যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারই এই প্রকল্প রূপায়ণ করেছে এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৭ দশক পরেও যারা একটি যুস্মারক তৈরি করেনি, সীমান্তে মজুত সৈন্যদের জন্য যারা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট দেয়নি, কার্গিল বিজয় দিবসকে যারা উপেক্ষা করে গেছেন, এরাই সেই লোক। ভাষণ শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কার্গিলের জয় কোনো একটি সরকার বা রাজনৈতিক দলের জয় নয়। এই জয় দেশের ঐতিহ্য। এটি দেশের আত্মসম্মান এবং গর্বের উৎসব বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। কার্গিল বিজয়ের ২৫ বছর পূর্তিতে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে তিনি বীর সেনাদের কুর্নিশ জানিয়েছেন।লাদাখের লেঃ গভর্ণর ব্রিগেডিয়ার(ডঃ) বি ডি শর্মা, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ, চীফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহ্বান এবং তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এলাকাবাসীর

● প্রথম পাতার পর
এদিন দুষ্কৃতিকারীরা একে একে ১৭ টি পরিবারের বাড়িঘর সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দেয়। তাছাড়া বাকি আরো ৩৫টি পরিবারের বাড়ি ঘর, দোকানপাট লুটপাট করে নিয়ে যায়। এমত অবস্থায় বর্তমানে ৩৫ পরিবার অনাহারে অর্ধাহারে দিন যাপন করছে। তারা তাদের বাপ-দাদার ভিটামাটি রক্ষা করতে সারারাত জেগে পাহাড়া দিচ্ছে। এইভাবে দিনের পর দিন পুরুষ লোকেরা রাতে পাহারা দেয় আর দিনে ঘুমায়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের পক্ষে দিনের বেলা কাজকর্ম করা সম্ভব হচ্ছে না। জানা যায় এসব পরিবার গুলো গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের নিকট ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশায় আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আর্থিকভাবে সহায়তা করা হয়নি এমনটাই তাদের অভিযোগ। এলাকার স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে ৩০ কার্ড গ্রামে অতি দ্রুত সিআরপিএফ ক্যাম্প স্থাপনের দাবি জানান। এছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে না আসায় এলাকার মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা আশা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী করুন চিত্র দেখতে যাবেন।

গৃহবধূ

● আটের পাতার পর
হয়। তাদের বাবা বীরেন্দ্র দাস পুত্রবধূ কাজলী দেবকে গালিগালাজ করে। এই ঘটনা পুত্রবধূ কাজলী দেব কোন মতেই মেনে নিতে পারেনি। তাই নিজ ঘরের জানালায় কাজলী দেব ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শুক্রবার ভোররাতে বাইকে করে শশুর এবং দেওর মিলে কাজলী দেবকে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তখন কাজলী দেবকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

াঙ্গন

শিবমের মধ্যে উজ্জ্বল প্রতিভা প্রাক্তন কোচ স্বপন সাহার প্রশিক্ষণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নাম শিবম সাহা। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র। অদম্য আগ্রহ, সঙ্গে অত্যন্ত উৎসাহী। দেহের গঠনের পাশাপাশি মন মানসিকতাও একজন অ্যাথলেট হওয়ার জন্য উপযুক্ত। যথাযথ তালিম পেলে এই শিবম হয়তো একদিন নীরজ হয়ে রাজ্যের নাম দেশের নাম উজ্জ্বল করবে। কথা প্রসঙ্গে বলেছে জীবনের লক্ষ্য বড় অ্যাথলেট হওয়া।

আলোচ্য বিষয় আরও একটা দিকে। তা হলো রাজ্যের একসময়ের প্রখ্যাত কোচ, বর্তমানে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক কাজের ব্যস্ততম দায়িত্ব পালনের ফাঁকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন শিবমকে। এই বয়সে প্রশাসনিক এবং সংগঠনের কর্মকান্ডকে পাশে রেখে স্বপন বাবু একেবারে হাতে কলমে শিবমকে থ্রোয়িং ইভেন্টের টেকনিক নিখুঁতভাবে ধরিয়ে দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে নিয়মিত অনুশীলনে লেগে থাকলে শিবমও প্রথমে রাজ্য এবং পরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আসরে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে বলে ক্রীড়া মহলের ধারণা।

দু”দিনব্যাপী ছোটদের রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা ধর্মনগরে, শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুদিন ব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ ১১ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু শনিবার। মহকুমার বিবেকানন্দ সাধ্য শতবার্ষিকী ভবনে হবে আসর। মোট ৬ রাউন্ডের হবে প্রতিযোগিতা। শনিবার প্রথম দিনে হবে ৪ রাউন্ডের আসর। তবে আসরে অংশ নেওয়া নিয়ে দাবাড়ুদের যে সংকুলতা দেখা দিয়েছে তাতে আদৌ ৬ রাউন্ডের আসর হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। এখন পর্যন্ত বালক বিভাগে ১৪ জন এবং বালিকা বিভাগে মাত্র ৪ জন দাবাড়ু অংশ নেওয়ার সম্মতি জানিয়েছে। এর থেকেই অনুমেয় ত্রিপুরার দাবা কতটা এগিয়ে চলছে। মুখে ত্রিপুরার দাবা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বুলি থাকলেও কার্যক্ষেত্রে কতটা পিছিয়ে রয়েছে ত্রিপুরা এরই প্রমাণ রাজ্য আসরে। শনিবার সকাল ৯ টায় হবে আসরের উদ্বোধন। উদ্বোধন করবেন বিধানসভার স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা প্রদেশ স্টেট স্পোর্টস সেলের সদস্য শংকর বসু, সমাজসেবী শ্যামল কান্তি নাথ, রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব প্রদীপ রায় প্রমূখ। আসর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হলেও দাবাড়ুদের উপস্থিতি চিন্তায় ফেলে দিয়েছে উদ্যোক্তাদের। জানান উদ্যোক্তা কমিটির সচিব পঙ্কজ দেবনাথ। প্রসঙ্গত: ২০০৩ সালের পর এবারই প্রথম উত্তর জেলার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা। ওই সময় হয়েছিলো রাজ্য সিনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা।

৩৫ জন অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেটারদের নিয়ে শিবির শুরু আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ২৩ পুরুষ ক্রিকেটারদের ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে ৩৫ জন। রিপোর্ট করবে আগামীকাল। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনূর্ধ ২৩ পুরুষ ক্রিকেটারদের নিয়ে সিজন ক্যাম্প ২০২৪-২৫ শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। ৩৫ জন ক্রিকেটার কে আগামীকাল বেলা বারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। শিবিরে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলো: আরমান হোসেন, সেন্টু সরকার, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, নবারুণ চক্রবর্তী, প্রীতম দাস, অরিন্দম বর্মন, তন্ময় দাস, দুর্লভ রায়, সপ্তজিৎ দাস, করন ত্রিপুরা, রোহিত ঘোষ, আনন্দ ভৌমিক, প্রিয়াংশ মিত্র, জনক রিয়াং, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সাহিল সুলতান, শরাব সাহানি, অমিত আলী, অনিক পাল, পামির দেবনাথ, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, দেবরাজ দে, দানবীর সিং, রাজদীপ দত্ত, সৌরভ কর , রিব্রজিত দাস, অভিজিৎ দেববর্মা, দীপেন বিশ্বাস, অর্কজিৎ দাস, সম্রাট বিশ্বাস, দীপ্তনু চক্রবর্তী, তথাগত চক্রবর্তী, বিকাশ মজুমদার, মিজানুর রহমান পোদ্দার ও সৌরভ দাস। সাপোর্ট পার্সোনেল হিসেবে রয়েছেন কোচ জয়ন্ত দেবনাথ ও রাসুদেব দত্ত, ফিজিও অর্পণ কর ট্রেইনার অজিতাভ নাথ। উল্লেখ্য, নবাগত ক্রিকেটারদের অবশ্যই কিওআর বার্থ সার্টিফিকেট, ভোটার আইডি কার্ড, আধার পিবিসি কার্ড, প্যান কার্ড ব্যাংক একাউন্ট পাসবুক ডিটেলস, স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক এডমিট কার্ড, উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ইত্যাদি সাবমিট করতে বলা হয়েছে।

গুয়াহাটিতে প্রচন্ড গরমে নাজেহাল ত্রিপুরার ফুটবলাররা, ১ম ম্যাচ ২৯ শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রচন্ড গরমে নাজেহাল রাজ্যের ফুটবলাররা। গুয়াহাটিতে পৌঁছেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন ফুটবলার ম্যাথিউ লাল ডাম পুঁইয়া রোখুম। পরে চিকিৎসকদের কাছে নেওয়া হলে সুস্থ হয়ে উঠে ওই ফুটবলারটি। শুক্রবার ভোরে গুয়াহাটি পৌঁছান বং লাল হালামের নেতৃত্বে ত্রিপুরা দলের ফুটবলাররা। বিকেলে দেখতে যান মাঠ। শনিবার সকালে অনুশীলনে নেমে পড়বেন ত্রিপুরার ফুটবলাররা। ২৯ জুলাই আসরে প্রথম ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ। অসমের নোয়াগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হবে ড: বি সি রায় ট্রফি জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা। আসরে ত্রিপুরাকে রাখা হয়েছে ‘বি’ গ্রুপে। ওই গ্রুপে ত্রিপুরা ছাড়া রয়েছে উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, জম্মু এন্ড কাশ্মীর এবং গুজরাট। ২৯ জুলাই এর পর ৩১ জুলাই গুজরাট, ৪ অগাস্ট উত্তরাখন্ড এবং ৬ আগস্ট জম্মু এন্ড কাশ্মীরের বিরুদ্ধে খেলবে ত্রিপুরা। বিকেলে নোয়াগাঁও থেকে ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার রূপক মজুমদার বলেন,’ প্রচন্ড গরমে নাজেহাল আমাদের ফুটবলাররা। তাই এদিন আর অনুশীলন করার চেষ্টা করিনি। শনিবার সকালে হবে অনুশীলন’। মধ্যপ্রদেশ ম্যাচের আগে শনিবারের পর রবিবারও ত্রিপুরার ফুটবলাররা অনুশীলন করবেন। ত্রিপুরার ফুটবলাররা হলেন: কিরণ আরেং, রমজান মিয়া, সাসুময় জমাতিয়া, অ্যানেক্স দেববর্মা, আনন জমাতিয়া, আকাশ ত্রিপুরা, থাচন্দ্র রিয়াং, কিষান দেববর্মা, প্রসেনজিৎ ত্রিপুরা, নাইসিং জমাতিয়া, বং লাল রিল হলাম (অধিনায়ক), অমরজিৎ দেববর্মা, হামসা জমাতিয়া, রবিউল হাসান (সহ অধিনায়ক), সৌরজিৎ সরকার, অভিযান জমাতিয়া, রয়েল দেববর্মা, নবজ্যোতি বণিক, ম্যাথিউ লাল ডাম পুঁইয়া রোখুম, প্রহর জমাতিয়া, মেসি মলশুম এবং আশঙ্কিত দাস। কোচ: ইন্দ্রজিৎ সূত্রধর, ম্যানেজার: রূপক মজুমদার।

বি ডিভিশন ক্লাব ফুটবল লীগে স্কাইলার্ক আজ মৌচাকের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল টুর্নামেন্টের একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মৌচাক ক্লাব খেলবে স্কাইলার্কের বিরুদ্ধে। বেলা সাড়ে তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। টিএফএ আয়োজিত ঘরোয়া দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবলের তৃতীয় রাউন্ডের প্রথম ম্যাচ বলা যেতে পারে। স্কাইলার্ক টানা দুই ম্যাচে জয়ী হয়ে পয়েন্ট তালিকার প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। যদিও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল সম সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানের নিরিখে তালিকার শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। স্কাইলার্ক রয়েছে দ্বিতীয় শীর্ষে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে এনএসআরসিসি-কে তিন গোলে এবং নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে ন্যূনতম গোলে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে। পক্ষান্তরে মৌচাক ক্লাব পরপর দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ড্র তে ম্যাচ নিষ্পত্তি করে পয়েন্টের ভাগ পকেটে নিয়ে এগোচ্ছে। প্রথম ম্যাচে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে এক এক গোলে ড্র এবং দ্বিতীয় ম্যাচ এনএসআরসিসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে দুই ম্যাচ থেকে ২ পয়েন্ট পেয়েছে। আগামীকালের ম্যাচে স্কাইলার্ক চাইছে জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিতে। অপরদিকে মৌচাক চাইছে প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে। মোটকথা ম্যাচ অনেকটা জমজমাট হবে বলে ফুটবল প্রেমীদের ধারণা।

স্পোর্টস স্কুলে শিক্ষার্থী খেলোয়ারদের ভর্তি পরীক্ষায় মোটর এবিলিটি টেস্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শিক্ষার্থী নিয়োগ করা হবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে।

চতুর্থ শ্রেণীতে। এর জন্য পশ্চিম জেলার বিভিন্ন ব্লকে খেলোয়াড়দের মোটর এবিলিটি টেস্ট ৩১ জুলাই সকাল ৮ টায়মধুবন ডুকলি স্কুলে , সকাল সাড়ে ৭ টায় আড়ালিয়া ড: বি এর আম্বেদকর স্কুলে, ১ আগস্ট সকাল সাড়ে ৭ টায় সাধুটিলা সি এম এস ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, বিকেল ৪ টায় এ ডি নগর স্কুল মাঠে এবং সকাল ৮ টায় আমতলি স্কুল মাঠে নেওয়া হবে খেলোয়াড়দের মোটর এবিলিটি টেস্ট।

এছাড়া জিরানীয়া ব্লকে বীরেন্দ্রনগর স্কুল, ওল্ড আগরতলা কোচিং সেন্টার, রাণীরবাজার স্কুল মাঠে, রাণীরগাঁও স্কুল মাঠে, চম্পকনগর স্কুল মাঠে, মান্দাইয়ের গৌরমণি স্টেডিয়ামে,খুমপুই আকাদেমিতে, মোহনপুর ব্লকের সুরেন্দ্রনগর স্কুল, লেফুঙ্গা স্কুল, গান্ধীগ্রাম স্কুল, কাতলামারা স্কুল মাঠেও হবে খেলোয়াড়দের মোটর এবিলিটি টেস্ট।

পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব মদন বনিক এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

নব দিগন্তে আজ থেকে দু-দিন ব্যাপী প্রাইজমানি ফুটবল আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নব দিগন্তে ফুটবল টুর্নামেন্ট। এন্টি জমা সম্পন্ন। প্রস্তুতিপর্ব চূড়ান্ত। আগামীকাল থেকে রাজধানীর জয়নগর স্থিত নব দিগন্ত সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে থ্রি-এ সাইড দিবারাত্রি প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। নব দিগন্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি স্বর্গীয় হরিপদ রায়ের স্মৃতিতে আগামীকাল থেকে দুদিন ব্যাপী এই ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ড্ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে টুর্নামেন্টের ম্যাচ গুলো অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল কে সুদৃশ্য ট্রফির পাশাপাশি প্রাইজ মানিও দেওয়া হবে। এছাড়াও থাকছে অন্যান্য পুরস্কার। এই উপলক্ষে নব দিগন্তে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নব দিগন্তের পক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

প্যারিস অলিম্পিক্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, থাকছে একাধিক নতুনত্ব

প্যারিস, ২৬ জুলাই (হি.স.): গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ -অলিম্পিক্স শুক্রবার শুরু প্যারিসে। এই অলিম্পিক্সে এমন কিছু থাকছে, যা আগে কখনও দেখা যায়নি!

উদ্বোধনী আয়োজনের ভেন্যু এবার প্যারিসের স্যেন নদীতে। এই নদীতে অনেক নৌকায় হাজার হাজার অ্যাথলিট ভেসে বেড়াবেন। স্টেডিয়ামের ট্র্যাকে প্রতিবার যে কুচকাওয়াজ হয়, তা এবার হবে নৌকায়। আর অ্যাথলিট ও পারফরমাররা নৌকায় পাড়ি দেবেন ৬ কিলোমিটার পথ। এই পথে পড়বে উস্তালিজ সেতু , নথু-দেম ক্যাথেড্রাল, অনেক গেটওয়ে। নৌকা এদের ছুঁয়ে চলে যাবে প্যারিসের দর্শনীয় আইফেল টাওয়ারের কাছে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শিল্প নির্দেশক থমা হুলি বলেছেন, অলিম্পিক গেমসকে বৃহত্তর চিত্রপটে উদযাপনের আয়োজন থাকবে এই অনুষ্ঠানে। নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী---সহ পারফরমার থাকবেন প্রায় তিন হাজার। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুরু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (ভারতীয় সময় রাত ১১টা)। সব মিলিয়ে চার ঘণ্টার অনুষ্ঠান।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন একশোর বেশি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান। আর নদীর তীর ধরে উদ্বোধনী আয়োজন উপভোগ করবেন ৩ লাখের বেশি দর্শক। অ্যাথলেটদের নৌকাগুলোয় থাকবে ক্যামেরা, যাতে টিভি পর্দায় কাছ থেকে দেখা যায় তাদেরকে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় ৪৫ হাজার নিরাপত্তাকর্মী থাকছে। এরমধ্যে থাকবে ‘স্পেশাল ইন্টারভেশন ফোর্স।’ অলিম্পিকে যাত্রাপথের বিভিন্ন ভবনের চূড়ায় থাকবে স্নাইপার। অ্যান্টি-ড্রোন পদ্ধতি কার্যকর করা হবে।গাজা ও ইউক্রেনে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেও অন্যান্য হুমকি মাথায় রেখে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে ফরাসি সরকার।

আনুষ্ঠানিকভাবে পর্দা ওঠার আগেই বিশ্ব রেকর্ড প্যারিস অলিম্পিক্সে

প্যারিস, ২৬ জুলাই (হি.স.): আনুষ্ঠানিকভাবে অলিম্পিক্সে পর্দা ওঠার আগেই একটি বিশ্ব রেকর্ডের স্বাদ পেল প্যারিস অলিম্পিকস। সেই রেকর্ড করলেন দক্ষিণ কোরিয়া লি শিহন। আর্চারির র‍্যাঙ্কিং রাউন্ডে দুই স্বদেশির রেকর্ড একসঙ্গে ভেঙে এই কীর্তি গড়লেন তিনি।

মেয়েদের রিকার্ভের এককে প্রথম দিনেই ৬৯৪ পয়েন্ট করে রেকর্ডটি গড়েন লিম। ভেঙে দেন ২০২০ টোকিও অলিম্পিকসে গড়া আন শানের ৬৮০ ও ২০১৯ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে কাং চেইয়োং ৬৯২ পয়েন্টের আগের বিশ্ব রেকর্ড। এবারের অলিম্পিকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে শুক্রবার। তার আগে ফুটবল ও রাগবি শুরু হয়ে গেছে বুধবার আর বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে আর্চারি।

মেয়েদের এশিয়া কাপ সেমিফাইনালে ভারত মুখোমুখি বাংলাদেশের

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.): এশিয়ান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ টুর্নামেন্ট এশিয়া কাপ। মেয়েদের এশিয়া কাপ সেমিফাইনালে শুক্রবার ভারতের মুখোমুখি বাংলাদেশ। শক্তির বিচারে টাইগ্রেসদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ভারত। তবে এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে জয়ের সুখস্মৃতি রয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। ডাম্বুলায় এদিন দুপুর আড়াইটায় সেমিফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে। টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত ভারত। গ্রুপ পর্ব-এর তিনটি ম্যাচ খেলে তিনটিতেই দাপুটে জয় পেয়েছে ভারত। অন্যদিকে, বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করে পরের দুই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। ধারে-ভারে ভারত বাংলাদেশের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকলেও আজকের ম্যাচে বাংলাদেশকে হালকাভাবে নিচ্ছে না ভারত। এই ম্যাচ নিয়ে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের ওপেনার শেফালি ভার্মা বলেছেন, ‘ বাংলাদেশের থেকে আমরা এগিয়ে কি পিছিয়ে এ নিয়ে ভাবছি না। আমরা মাঠে কঠোর পরিশ্রম করেছি। আশা করি তিনটি বিভাগের প্রতিটিতেই আমরা বাংলাদেশের বিপক্ষে ভালো খেলব। আমাদের ব্যাটিং ও বোলিং ইউনিট যথেষ্ট শক্তিশালী সেটি আমরা দেখিয়েছি। তবে আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।’ শেফালি ভার্মা আরও বলেন, ‘আগের ম্যাচে কি করেছি এ নিয়ে ভাবছি না।সেমিফাইনাল আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনুশীলনে অনেক পরিশ্রম করেছি, আশা করি আজ নিজেদের পুরো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারব।’

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কোটা আন্দোলন ঃ ভয়াবহ সহিংসতার শিকার বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা, ২৬ জুলাই: কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে স্মরণকালের মধ্যে ভয়াবহ সহিংসতার শিকার হয়েছে বাংলাদেশ। নাশকতার ক্ষতচিহ্ন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ঢাকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। বিশেষ করে এই হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগে সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও যানবাহনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

টানা কয়েক দিন ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় সংঘর্ষে ২০১ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এ সময় সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাও স্থাপনায় ভাঙচুরসহ যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি দফতর-কার্যালয়ের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এতে ক্ষতি হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকারও বেশী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গত শুক্রবার রাতে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে কারফিউ জারির পাশাপাশি সেনা মোতায়েন করে সরকার।

বর্তমানে জনমনে স্বস্তি ফিরলেও পুরোপুরি কাটেনি আতঙ্ক। এক প্রকার ভুতুড়ে পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে বাংলাদেশ। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে স্মরণকালের মধ্যে ভয়াবহ সহিংসতার শিকার হয়েছে বাংলাদেশ। তবে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে আরো সময় লাগলেও দ্রুতই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এবং কারফিউ তুলে নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

আর কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে নাশকতাকারীদের সর্বশক্তি দিয়ে চিহ্নিত করে আইনের মুখোমুখি করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হয় ১ জুলাই। ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলার পরদিন থেকে সারা বাংলাদেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮ থেকে ২০ জুলাই এই তিন দিনে সবচেয়ে বেশি হতাহত হয়। এসময় ঢাকায় ৬৯টি পুলিশ বক্স, ২টি ডিসি ট্রাফিক অফিস, ৪টি এসি ট্রাফিক অফিস, ৩টি থানা ও ২টি পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। চুরি হয়েছে ৪টি শর্টগান ও ১টি পিস্তল।

২৭ শে কবিতালোকের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি আগরতলা। ৩৮শে পা রাখল কবিতালোক। আবৃত্তি প্রতিষ্ঠানের এই সংস্থাটি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী ২৭ এবং ২৮ জুলাই দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। অনুষ্ঠানে থাকছে চিত্র প্রদর্শনী আবৃত্তি নাটক সংগীত সহ একাধিক অনুষ্ঠান। এবছর কবিতার লোক সম্মাননা পাচ্ছেন রাজ্যের বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী শুভ্রাধর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য অতিথিরা।

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বীর সৈনিকদের প্রতি আসাম রাইফেলস এর শ্রদ্ধাঞ্জলি

আগরতলা, ২৬ জুলাই, ২০২৪(পিআইবি): ১৯৯৯ সালে সেনাবাহিনীর 'অপারেশন বিজয়'-এর সাফল্যের সুবাদে কার্গিল বিজয় দিবস উদযাপন আজ সারা দেশে উদযাপিত হচ্ছেউ এবছর কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫ বছর পূর্তি। ১৯৯৯ সালের এই দিনটিতে ভারতীয় সেনা সফলভাবে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের পর্যুদস্ত করে কাশ্মীর উপত্যকার উচ্চ ঘাঁটিগুলির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে নিয়েছিল।

দেশব্যাপী আজ কার্গিল বিজয় দিবসের রজত জয়ন্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে আসাম রাইফেলস আজ আগরতলায় বাহিনীর সদর কার্যালয়ে অপারেশন বিজয়ের বীর সৈনিকদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, আসাম রাইফেলস রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্গিল বিজয় দিবস উদযাপন করে।

আজ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের প্রয়াণ দিবস পালিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার পক্ষ থেকে ২৭ জুলাই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলন একথা বলেন রাজ্য সভাপতি বিল্লাল মিয়া।

এদিন তিনি বলেন, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের প্রয়াণ দিবস আগামী ২৭ জুলাই রাজ্যের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চা। এদিন তিনি আরও বলেন, এরই উপলক্ষে প্রতিটি জেলায় বৃক্ষরোপণ সহ অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিও পালন করা হবে। এব্যাপারে প্রতিটি জেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে হিংসাত্মক পরিস্থিতিতে রাজ্যে সীমান্তে বিএসএফ - এর তৎপরতা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: বাংলাদেশে হিংসাত্মক কার্যকলাপজনিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চরম আকার ধারণ করায় ত্রিপুরায় যেকোনো ধরনের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করার লক্ষ্যে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। ভারত বাংলাদেশ ত্রিপুরা সীমান্তে বিএসএফের জওয়ানরা টহল জোরদার করেছে।

সীমান্তে যেন কোন ধরনের অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জওয়ানদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিএসএফের জওয়ানরা সর্বত্র টহল দিচ্ছেন। বিএসএফ সূত্রে বলা হয়েছে, যে কোন ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিএসএফের জওয়ানরা প্রস্তুত রয়েছে। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের হিংসাত্মক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন ধরনের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেনি বলেও বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে।

চিনি বোঝাই গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ জুলাই: ফের চিনি বোঝাই গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয় এক যুবক। ঘটনার শুক্রবার বিকেলে বিশালগড় দুর্গানগর এলাকায়। বিশালগড় মহকুমায় ফের চিনি বোঝাই গাড়ির ধাক্কায় রাসেল মিয়া নামে এক যুবক গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে বিশালগড় থেকে অবৈধভাবে চিনি বোঝাই গাড়ি বক্সনগর যাওয়ার পথে দুর্গানগরের কড়ুইমুড়া এলাকার রাসেল মিয়াকে সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।গত মাসখানেক আগেও বিশালগড় চেলিখলা এলাকায় চিনি বেঝাই গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছিল এক যুবক। আর এই ঘটনা নিয়ে গোটা বিশালগড় মহকুমা জুড়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। আর সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এক যুবক আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে বিশালগড়ে।

যাত্রীবাহী বাস থেকে হেরোইন সহ এক পাচারকারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ জুলাই:-গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পিয়ারবাড়ি থানাধীন রাঙ্গামুড়া এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা পুলিশকে সাথে নিয়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে এক যাত্রীবাহী বাস থেকে হেরোইন সহ আটক করে এক যুবককে। আটক যুবককে নিয়ে আসে রাঙ্গামুড়া পুলিশ ফাঁড়িতে। আটক যুবকের নাম রিপন সরকার (২৫), বাড়ি রাধানগর ৩ নং এলাকায়।এই রিপন সরকার এলাকায় নেশাখোর হিসাবেই পরিচিত। জানা যায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিএসএফ জওয়ানদের কাছে খবর আসে পিতা মাতার আশীর্বাদ নামক বাসে করে এক যাত্রী হেরোইন নিয়ে রাধানগরের দিকে আসছে। সেই খবরের ভিত্তিতেই বিএসএফ জওয়ানরা রাঙ্গামুড়া ফাঁড়ির পুলিশকে সাথে নিয়ে উৎ পেতে বসে রাঙ্গামুড়া ফাঁড়ির সামনেই। রাত ৮টা নাগাদ টিআর ০১-বি-১৪৮১ নম্বরের গাড়িটি ফাঁড়ির সামনে আসতেই বিএসএফ সিগনাল দেয় দাড়ানোর জন্য। তৎক্ষণাৎ পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ বাহিনী মিলে গাড়িটি তল্লাশি চালিয়ে রিপন সরকার সহ হেরোইন এর একটি প্যাকেট উদ্ধার করে নিয়ে আসে ফাঁড়িতে। মামলা নম্বর ৩৭/২০২৪,পাশাপাশি এই রিপন সরকারের বিরুদ্ধে ২২(বি)/২৫/২৯ এনডিপিএস এক্ট ১৯৮৫ ধারায় মামলা নথিভুক্ত হয়, পুলিশ জানায় ধৃত রিপন সরকারকে শুক্রবার রিমান্ড চেয়ে বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে তোলা হবে।

সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন না গিরিবাসীদের একাংশ জীবিকা নির্বাহ করতে বৃদ্ধ বয়সে জুম চাষই ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৬ জুলাই: সরকারিভাবে সামাজিক ভাতা চালু থাকলেও জুমিয়া পরিবারের অনেকেই বৃদ্ধ বয়সেও সামাজিক ভাতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাতে চরম দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধ বয়স ও জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছেন পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী বহু পরিবার। বার্ধক্য ভাতার আর্জি জানিয়ে সরকারের কাছে আবেদন রাখলেন জুমিয়া পরিবার।

মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন আঠারোমুড়া এডিসি ভিলেজের অন্তর্ভুক্ত ৪৭ মেইল এলাকার বাসিন্দারা বেশিরভাগই মূলত জুম চাষের উপর নির্ভর করে চলে।এর পাশাপাশি সরকারি ভাবে আর্থিক সহযোগিতা পেলে পরিবার প্রতিপালনে সুবিধা হয়। স্বভাবতই সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতার আশায় থাকেন উনারা।বয়স ৬৫ পেরিয়ে ৭০ হতে চলেছে পরিবারে চার জন সদস্য, এর উপর স্বামী শারীরিক পরিশ্রমে অক্ষম। ফলে এই বয়সে পরিবার চালাতে স্ত্রী সামান্য কিছু জুম চাষ দিয়ে সংসারের ঘানি টানতে হিমশিম খাচ্ছে। আলাপ চারিতায় পরিবারটি জানায় পাহাড়ের সংগৃহিত সামান্য কিছু সব্জি বিক্রি করছেন। কিন্তু তাতেও হচ্ছেনা। চিরাচরিত পোশাক পাছরা তৈরী করে আরও কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য কাজ করে একটা পাছরা তৈরী করতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যায়। তাছাড়া বর্তমান বাজারে সুতার দাম বেড়ে যাওয়ায় একটা পাছরা বাজারে বিক্রি করে বেশী লাভ হয় না। এমতাবস্থায় সরকারিভাবে সহযোগিতা পেলে দুঃখ কষ্ট অনেকটা লাঘব হয় বলেও জানান জুমিয়া বৃদ্ধা।

বাড়ি বাড়ি প্রচারে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: বিরোধী শূন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ গঠনই বিজেপির লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই নির্বাচনী প্রচারে জোর দেওয়া হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইতিমধ্যেই প্রায় ৭০ শতাংশ আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। যেসব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে সেগুলিতেও বিজেপি প্রার্থীরাই জয়ী হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৭ নম্বর আসনের বিজেপি প্রার্থী গৌতম দাস শুক্রবার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে বের হন। প্রচারে অংশ নিয়ে গণদেবতাদের কাছে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী করার আবেদন জানিয়েছেন। ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি যেভাবে জনগণের কাছ থেকে সাড়া পাচ্ছেন তা থেকে তিনি নিশ্চিত যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৭ নং আসন থেকে তিনি বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন। প্রার্থী গৌতম দাস বলেন বিরোধী শূন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ গঠন করাই হলো তাদের মূল লক্ষ্য। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার এবং রাজ্যে জনকল্যাণে যেভাবে কাজ করে চলেছেন তার নিরিখেই জনগণ বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম জিলা পরিষদ আসনে চারিপাড়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে বেরিয়েছেন বিজেপি মনোনীত প্রার্থী উত্তম দাস।এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভোট প্রচারে বেরিয়ে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে।

রাজ্যে ফিরে ত্রিপুরাবাসীর জন্য কাজ করার বার্তা দিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের শেষে আজ ত্রিপুরার ফিরলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। রাজ্যে ফিরেই ত্রিপুরাবাসীর জন্য কাজ করার বার্তা দিলেন তিনি। দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র সঙ্গে বৈঠক শেষ করে শুক্রবার ত্রিপুরায় ফিরে গরিব ত্রিপুরাবাসীর জন্য কাজ করার বার্তা দিলেন তিপ্রা মথা সুপ্রিম প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। পাশাপাশি এদিন রাজ্যে ফিরে বৈঠকের বলতে গিয়ে তিনি জানান, উত্তর পূর্বাঞ্চলের দশটি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ নজর দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। এডিসি এলাকা উন্নয়নের জন্য সরাসরি অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় সংবিধান ১২৫ অনুচ্ছেদের সংশোধনের বিষয়টিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন বলে জানান প্রদ্যুৎ।

এলাকাবাসীর হাতে আটক ৩ নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: গোটা রাজ্যব্যাপী নেশার কারবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিনিয়ত নেশা সামগ্রী বিক্রি করছেন নেশা কারবারেরা। বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় এ নেশার সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এক প্রকার নাজেহাল হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসীরা।শুক্রবার রাধানগর মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় নেশা সামগ্রী সহ তিন নেশা কারবারিকে হাতেনাতে আটক করেছে এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, নেশার করাল গ্রাসে এলাকার যুব সমাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত এ ধরনের ব্যবসা পাড়ায় হলেও পুলিশের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। তাই বাধ্য হয়ে এদিন এলাকাবাসীর একত্রিত হয়ে তিন নেশা কারবারিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই বন্ধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই বন্ধুর। ওই ঘটনায় রাজধানীর অভয়নগর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মধ্যরাত নাগাদ রাজধানীর অভয়নগর এলাকায় স্কুটি দুর্ঘটনায় দুই বন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সানি দাস ও প্রশান্ত দাস নামে দুই যুবক রাতে স্কুটি নিয়ে অভয়নগরের দিকে যাচ্ছিলেন। দ্রুত বেগে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটি নিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তাতে গুরুতর আহত হয়েছে তারা। তাদেরকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে খোয়াইয়ে ভোট প্রচারে অংশ নিলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৬ জুলাই: ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে খোয়াইয়ে গেলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র বিধায়ক দীপক মজুমদার। শুক্রবার দলীয় নেতাদের নিয়ে তিনি সোনাতলা এলাকায় বিভিন্ন বুথে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট প্রচার করেন।

আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে ময়দান চষে বেড়াচ্ছেন বিজেপির নেতারা। খোয়াই আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেও কিছু আসনে ভোট হচ্ছে।

আগামী ৮ ই আগস্ট গণদেবতারা ব্যালট পেপারে ভোটের মাধ্যমে গ্রাম দখলের লড়াইয়ে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে ভোটদান করবেন। খোয়াই ইতিমধ্যেই শাসকদল বিজেপি প্রচারে ঝড় তুলেছে। যে যে আসনগুলিতে ভোট হবে সেখানে শাসকদল প্রচারে অনেকটাই এগিয়ে থাকলেও বিরোধীদের দেখা নেই। প্রার্থী থেকে শুরু করে বিজেপি দলের মন্ডল এবং রাজ্য স্থানীয় নেতারা ইতিমধ্যেই বিজেপি প্রার্থীদের রেকর্ড ভোটে জয়ী করতে ঝড়ো প্রচার শুরু করে দিয়েছে।

শুক্রবার সকাল আটটা থেকে খোয়াই বিধানসভার অন্তর্গত সোনাতলা এলাকায় বিভিন্ন বুথে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে আসেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র তথা রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার।

এদিন প্রার্থীদের সাথে নিয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি গণদেবতাদের কাছে গিয়ে বিজেপির স্বপক্ষে ভোট চাইলেন। উনার সঙ্গে এছাড়াও ছিলেন বিজেপি খোয়াই মন্ডলের সভাপতি সুব্রত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মী সমর্থকরা।

আগরতলা রেলস্টেশন থেকে দুই টাউটকে গ্রেফতার করে জিআরপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় দুই টাউটকে গ্রেফতার করল জিআরপি পুলিশ। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস।

প্রসঙ্গত, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ চলছে। বাংলাদেশীদের সেই বিষয়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আধিকারিকদের জানানোর পরেও অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না একমাত্র দালাল চক্রের কারণে।বাংলাদেশীদের প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশের জন্য সাহায্য করে চলছেন একটি দালাল চক্র। গতকাল সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জিআরপি থানা, আরপিএফ ও সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর গোয়েন্দা দপ্তর আগরতলা রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়েছে।

জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে ভারতীয় দুই টাউট আগরতলা রেলস্টেশনে আসছেন। সেই খবরের ভিত্তিতে জিআরপি, আরপিএফ ও সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর গোয়েন্দা দপ্তর আগরতলা রেল স্টেশনে উত পেতে বসে থাকে। আগরতলা রেলস্টেশনে পৌঁছা মাত্রই তাদেরকে গ্রেফতার করে জিআরপি থানায় নিয়ে গিয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা বিপ্লব কর্মকার ও বিশাল দত্ত। তাদের বিরুদ্ধে আগেও থানায় মামলা ছিল। তারা বাংলাদেশীদের ভারতে অনুপ্রবেশের কাজে প্রতিনিয়ত সাহায্য করতেন।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: জাতীয় দার্শনিক দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য পরিসরে দ্বি দিবসীয় আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক যুগে শাঙ্ক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে প্রায় ৬০ জন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, গবেষক, ছাত্রছাত্রীরা অনলাইন এবং অফলাইনে এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

২৫/০৭/২০২৪ সেমিনারের প্রথম দিনে মুখ্যাতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বিভাগের অধিষ্ঠাতা প্রফেসর মদন মোহন ঝা। বিশিষ্ঠাভিষি হিসেবে অনলাইনের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী রংটগর কার্টনহার্টস। আজ ২৬/০৭/২০২৪, সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ঠ অতিথি হিসেবে অনলাইনের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন মারিষস, মোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ড় দবী রাজেন্দ্র কুমার। সম্মানীয় অতিথি রূপে অনলাইনের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন সচ্চিদানন্দ মিত্র, তিনি আই.সি.পি.আর সদস্য সচিব। তাছাড়া মুখ্যাতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড় সোমনাথ সরকার। বর্তমান যুগে বেদান্ত দর্শনের বিবিধ বিষয় সমূহ তিনি তার ভাষণে তুলে ধরেছেন। এই অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষতা করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরের মাননীয় নির্দেশক প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র। তিনি তাঁর ভাষণে আধুনিক যুগে বেদান্ত দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে এই সেমিনারের বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করেন। করেন এই সেমিনারে সমস্ত গবেষকেরা সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় তাদের গবেষণাপত্র তুলে ধরেছেন। দুই দিনের এই সেমিনারে একলব্য পরিসরের সমস্ত অধ্যাপিকা, অধ্যাপক কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক এই দুই দিনের সেমিনারের যুগ্ম সমন্বয়ক ছিলেন এখন উপ পরিশোধের বেদান্ত বিভাগের অধ্যাপকদ্বয় ড় নেপাল দাস এবং ড় পলাশ সাঁতরা।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নীরব দর্শক কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ জুলাই: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের গন্ধময় পরিবেশে পরিবেশ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে। চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনরা নাকে রুমাল চাপা দিয়েও যাতায়াত করতে পারছেন না। কর্তৃপক্ষ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

কৈলাসহর ভগবাননগরস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ রোগী থেকে শুরু করে রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা। বিগত তিন থেকে চার মাস ধরে হাসপাতালের ভেতরের আবর্জনা গুলো হাসপাতালের ঠিক পিছনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে পুরো হাসপাতালে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

ফলে হাসপাতালে প্রবেশ করতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে রোগী থেকে শুরু করে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের। পাশাপাশি এই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে পুরো এলাকা জুড়ে। এলাকার মানুষ একাধিকবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, স্বাস্থ্যপরিসেবা স্থানে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যপরিসেবার জন্য কোথায় যাবে। জানা যায় , হাসপাতালের সাফাই কাজে প্রতিমাসে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু হাসপাতালে সাফাইর নামে কিছুই নেই। ঘটনাটি কেন্দ্র করে রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনসহ স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ জুলাই: বিয়ের নয় মাসের মধ্যে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে এক গৃহবধূ। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে তড়িঘড়ি ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কাজলী দেবের স্বামী বিশ্ব দাস নয়াপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। গতকাল বিশ্ব দাস এবং তার ছোট ভাই বিপ্র দাসের মধ্যে কথা কাটাকাটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।